আদর্শ শিষ্য

কাশীরাম দাস

অবন্তী নগরে দ্বিজ ছিল একজন।
তার স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন।।
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ।।
ধান্যক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি' আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া।।
আজ্ঞামাত্র আরুণি করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন।।
কোদালে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধে দৃঢ় বলে।
রাখিতে না পারে মাটি অতিবেগ জলে।।
জল বহি' যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধের উপরে।।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি।।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর।।
বহু যত্ন করিলাম না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।।
শুনিয়া কহিল গুরু, এস হে উঠিয়া।
শীঘ্র আসি' গুরু-পায়ে প্রণমিল গিয়া।।
আশিস্ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান।।

Scanned by CamScanner

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) আদর্শ শিষ্যটির নাম কী?
(খ) আদর্শ শিষ্যের গুরু কোথায় বাস করতেন?
(গ) শিষ্যকে গুরু কী আদেশ দিয়েছিলেন?
(ঘ) শিষ্য কেন আলের ওপর শুয়েছিল?
(ঙ) চারটি বেদের নাম লেখো।
(চ) গুরু শিষ্যকে আল থেকে উঠে আসতে বললেন কেন?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) শিষ্যকে আদর্শ বলা হয়েছে কেন?
(খ) শিষ্য কীভাবে গুরুর আদেশ পালন করেছিল?
(গ) শিষ্যের প্রতি গুরুর সন্তোষের কারণ কী?
(ঘ) গুরু শিষ্যকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
(ঙ) শিষ্য কীভাবে জল আটকানোর চেষ্টা করেছিল?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'আদর্শ শিষ্য' কবিতার সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) আদর্শ শিষ্যের নাম কী? তাকে আদর্শ বলা হয়েছে কেন?
(গ) 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় আরুণিকে তোমার কেমন লেগেছে তা জানিয়ে দশটি বাক্য লেখো।
(ঘ) আদর্শ শিষ্য হতে গেলে কী কী গুণ থাকা দরকার বলে তুমি মনে করো।

৬. অর্থ লেখো : দ্বিজ, আজ্ঞা, অধ্যয়ন, আশিস্, কল্যাণ।

৭. বাক্য রচনা করো : শিষ্য, বন্ধন, জ্ঞান, ক্রোধ, রজনী।

৮. পদান্তর করো : জল, জ্ঞান, ক্রোধ, মাটি, বেদ।

৯. বিপরীত শব্দ লেখো : শিষ্য, দৃঢ়, রজনী।

১০. দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো : দিবস, দ্বিজ, মাটি, আশিস।

১১. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

(ক) **কোদালে** খুঁড়িয়া মাটি বাঁধে দৃঢ় বলে।
(খ) শুয়ে আছি **বাঁধের উপর**।
(গ) **জল সব** যাইছে বহিয়া।
(ঘ) **জল** রাখ গিয়া।

১২. 'গমন' পদটি ক্রিয়াজাত বিশেষ্য। এই রকম আরো চারটি ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদের নাম লেখো।

১৩. অর্থের পার্থক্য লেখো :

বেদ = _____ বাঁধ = _____
বেধ = _____ বাধ = _____

১৪. 'মাটি' শব্দটিকে দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো।

Scanned by CamScanner

সুখ-দুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা,
নয়ন অরুণ!
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

Scanned by CamScanner

(ঘ) পাতার বাঁশির স্বর কেমন?

(ঙ) ছেলেটি কোন্ দিকে চেয়ে আছে?

(চ) ছেলেটি কী কিনতে চায়?

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
_____।

হাজার লোকের _____
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি _____
_____ নাহি শেষ,
_____ বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে _____।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) স্নানযাত্রার মেলাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(খ) মেলার মেলামেশার দৃশ্যটি বর্ণনা করো।

(গ) 'সবার চেয়ে আনন্দময়/ওই মেয়েটির হাসি।'—কবি মেয়েটির হাসিকে সবার চেয়ে আনন্দময় বলেছেন কেন?

(ঘ) 'নাইরে দুঃখ উহার মতো।'—'উহার মতো' বলতে কীসের মতো বলা হয়েছে? তার মতো দুঃখ নেই কেন?

(ঙ) 'চেয়ে আছে নিমেষহারা।'—কে, কেন নিমেষহারাভাবে চেয়ে আছে?

৫. **দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) 'সুখ-দুঃখ' কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখো।

(খ) 'সুখ-দুঃখ' কবিতার নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে নিজের ভাষায় লেখো।

(গ) স্নানযাত্রার মেলায় সুখ ও দুঃখের দৃশ্য দুটি নিজের ভাষায় লেখো।

(ঘ) 'হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ।'—কে, কীভাবে হাজার লোকের মেলাকে করুণ করেছে লেখো।

৬. **বাক্য রচনা করো :** মেলামেশা, আনন্দস্বরে, হর্ষধ্বনি, কাতর, করুণ।

৭. **পদান্তর করো :** ধ্বনি, করুণ, দুঃখ, কাতর, দেশ।

৮. **অর্থের পার্থক্য লেখো :**

দেশ = _____ বাড়ি = _____

দ্বেষ = _____ বারি = _____

৯. **নীচের শব্দগুলিকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখাও** (একটি উদাহরণ দেওয়া হল) :

মেলা—মেলা লোকের ভিড় জমেছে। (অনেক)

মেলা—মাহেশে রথের মেলা বসে। (উৎসব)

নিজে করো : বাজে, চোখ, শেষ।

১০. তোমার দেখা একটি মেলার কথা জানিয়ে বন্ধুকে দশটি বাক্যে পত্র লেখো।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

গদ্যাংশ

Unit-I
১. ধ্বংস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫
২. অগ্নিদেবের শয্যা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯
Unit-I ৩. সিদ্ধার্থের ভিক্ষা-গ্রহণ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫
৪. কেলে—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
৫. কর্মযোগী রামমোহন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৫
৬. দেশের ডাক—নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৩০
৭. বিদ্যাসাগর—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ৩৪
৮. একটি ছোট্ট মেয়ের গল্প—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
৯. অবাক ছেলের কথা—মহাশ্বেতা দেবী ৪৫
১০. সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত—সুনির্মল বসু ৫১
১১. হঠাৎ আবিষ্কার—অমরেন্দ্রকুমার সেন ৫৬
১২. জল দূষণ—সুমিত্রা খাঁ ৬১

পদ্যাংশ

Unit-I
১. আদর্শ শিষ্য—কাশীরাম দাস ৬৬
Unit-I ২. সুখ-দুঃখ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯
৩. বঙ্গভাষা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৭২
৪. নন্দলাল—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৭৫
৫. পল্লি-জননী—কাজী নজরুল ইসলাম ৭৮
৬. দারোগাবাবু এবং হাবু—ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৮১
Unit-I ৭. সাগর-তর্পণ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৮৪
৮. ভালো খাবার!—সুকান্ত ভট্টাচার্য ৮৮
৯. খোকনের দুঃখ—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯১
১০. জীবনের হিসাব—সুকুমার রায় ৯৪
১১. স্বাধীনতা হীনতায়—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮
১২. আমার বাড়ি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১০১
● পর্বভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা ১০৪
● শিখন পরামর্শ ১০৮

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

১)	ভালোমানুষ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
২)	বুদ্ধিমান চাকর	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৭
৩)	শ্রীনাথ বহুরূপী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১
৪)	যতীনের জুতো	সুকুমার রায়	১৫
৫)	হারুন-অল-রসিদের বিপদ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
৬)	পাস করতে ধপাস	শিবরাম চক্রবর্তী	২৭
৭)	মিন্টুর ছবি	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩২
৮)	প্রদীপ	বনফুল	৩৬
৯)	স্বর্গ নামাও	লীলা মজুমদার	৪৩
১০)	কখন কী যে হয়	আশাপূর্ণা দেবী	৪৭
১১)	বুকু আর সুকু	জীব চট্টোপাধ্যায়	৫৪
১২)	দুই চোর	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৯
১৩)	পটকান যখন পটকালো	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৬৪
১৪)	হাবু গাবু সাবু	নবনীতা দেবসেন	৬৯
১৫)	দুই বন্ধুর গল্প	উজ্জ্বলকুমার দাস	৭৬

প্রকাশক :

দি অর্কিড বুকস

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ২০১৫

অলংকরণ ও

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ১

ভালোমানুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুন্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমানুষ তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই বলেই।

যেমন?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমন সময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা-থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা কিছু ছিল তাজা। ওই একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যালকাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা। শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' বলে ঘাড়ের উপর ঘুসিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; বলে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা করে।

Scanned by CamScanner

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরো ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অন্য মনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু,—কী বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের ছিল কী সুখের। গল্প লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ও সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল ক কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে—এত বড় লজ্জার কথা ওকে বলি কী করে। ওর চুরি করা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ ক লোকটা বলে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে উঠেছি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল; বলে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনই যেতে হবে।

কালোকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেড়ে অবধি ত সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যে পারব। আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু আমার উপায় নেই। ভালোমানুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অসুবি করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখনই সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলে হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে করে চট্‌পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্ক ছাতাটা। ছা ফিরবে না, ফাউন্টেন পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে—সেও ফিরবে ন

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউন্টেন পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদ্র বিধান মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান মতে?

ভালোমানুষের কুষ্ঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমানুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব—তোমার সে কথা জানবার দরকার হ না।

আরে ছি ছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে, আমি নিই নি।

Scanned by CamScanner

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে ই। সর্বনাশ। ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে—ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে—ছিছি, ত বড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জন্মাও নি। তখন ব্রাউনিঙের বিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ রে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন রেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের সুরে বলেছিলুম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদবির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে বলে দিলুম, ব্রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তারপর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশাই, স্পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

■ **লেখক পরিচিতি :** জন্ম ১৮৬১। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের পুত্র। সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সংগীত—সকল স্তরেই তাঁর সমান দক্ষতার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ষোলো বছর বয়ঃক্রমকালে সদ্য প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের তপস্যার ও সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শ্রীনিকেতনে পল্লিসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দীর্ঘ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—গোরা, লিপিকা, শেষের কবিতা, ঘরে-বাইরে, বলাকা, সোনার তরী প্রভৃতি।

▼ **শব্দার্থ :** **সর্দার**—দলপতি/দলনায়ক। **দরাজ**—অকৃপণ। **সাহারা**—আফ্রিকার একটি মরুভূমি। **সিমুম**—শুকনো। **সন্দেহ**—সংশয়। **ব্রাউনিং**—একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি। **তদবির**—তদারক/দেখাশোনা। **রাস্কেল**—(ইংরেজি শব্দ) পাজি/বদমাশ। **ময়রা**—মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। **প্ল্যান**—(ইংরেজি শব্দ) পরিকল্পনা/ফন্দি। **বিধান**—নিয়ম/নীতি। **কুষ্ঠি (কোষ্ঠী)**—জন্মসময়ের গ্রহ-রাশি-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান বিচার করে মানুষের শুভাশুভ নিরূপিত করা জন্মপত্রিকা। **মকদ্দমা**—মামলা/আদালতে অভিযোগ ও তার বিচার।

Scanned by CamScanner

অনুশীলনী

■ মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'ভালোমানুষ' গল্পটির রচয়িতার নাম কী?
২। 'ভালোমানুষ' গল্পের লেখক শৈশবে কোন্ স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন?
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম বলো।
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কী?
৫। 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' কোন্ দিনটিতে পালন করা হয়?
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিবস কবে?
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোদের জন্য রচিত একটি নাটকের নাম বলো।

■ লিখিত প্রশ্ন :

● অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। গুন্ডাদলের সর্দারটির নাম কী ছিল?
২। লেখক কাকে 'ভালোমানুষ' সম্পর্কে গল্প করেছিলেন?
৩। লেখকের লেখার সময় কে এসে হাজির হয়েছিল?
৪। 'ক্যালকাটা'কে কে 'কালোকুত্তা' বলেছিল?
৫। পাঁচকড়িকে সকলে 'কালোকুত্তা' বলে ডাকত কেন?
৬। পাঁচকড়ির পকেটের দিকে ধীরে ধীরে কী সরে যাচ্ছিল?
৭। লেখকের ছাতাটা কীসের ছিল?
৮। রমেন কী বলে পাঁচকড়ির নাকে ঘুসি মেরেছিল?
৯। পাঁচকড়ি লেখকের কাছে এসে কোথায় বসেছিল?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'ভালোমানুষ' বলতে কী বোঝো?
২। লেখক কীভাবে ব্রাউনিং-এর কবিতার বইটা হারিয়েছিলেন?
৩। 'সিমুম' বলতে কী বোঝো?
৪। পাঁচকড়ি লেখকের কাছে এসে কীসের গল্প শুরু করেছিল?
৫। 'ফাউন্টেন পেন' বলতে কী বোঝো? লেখকের ফাউন্টেন পেনটা কীসের ছিল? সেটা কে প
করেছিল?

● রচনামূলক প্রশ্ন :

১। লেখকের সিল্কের ছাতাটার দাম কত ছিল? সেটা কে বগলে নিয়ে চটপট সরে পড়েছিল?
২। কে লেখককে 'দাদামশাই' বলে সম্বোধন করছিল? সে কাকে চিঠি লিখতে চেয়েছিল? সে তাকে
চিঠি লিখতে চেয়েছিল?
৩। 'উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম।'—কে, কাকে, কার কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন? এর
কী ঘটনা ঘটেছিল?

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ৫

হারুন-অল-রসিদের বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ি. অবস্থা ভালো, যদিও সাত পুরুষের মধ্যে অক্ষ পরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলে লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকদের জন্যেও লেখাপড়ার দরকার আছে বইকি। ধানের হিসে জনমজুরের হিসাব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কু সোঁদালি ফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কী পাখি ডাকে, বড়ো বড়ো খোলাওয়াল গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছা গোরুতে। ওরা পরামাণিকদের বাগানের আম কুড়োতে কুড়োতে চলে আসে মাঠ ও বাগানে মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকত ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড়ে মজাই হত। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করছে রুক্ষমূর্তি বিপি মাস্টার ও তাঁর হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুন, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়াগাঁয়ে ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনে

Scanned by CamScanner

দেখেনি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্ম ফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেছে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

হারুন বললে, এই আবুল, এঁচড় পাড়বি?

'কোথাকার রে?'

'চল না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।'

'কী হবে এঁচড়? বিপনে মাস্টারকে দিবি?'

'তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়িতে দুখানা বড়ো দেখে দিয়ে যাই। মারের দায়ে বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।'

বেত্রভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এপথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাস্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দুখানা বড়ো এঁচড় সংগ্রহ করল। হারুন উঠল গাছে, আবুল রইল নীচে দাঁড়িয়ে। কোষওয়ালা বড়ো এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয়নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাস্টারের টিনের বাড়িটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুন ডাকলে, স্যার, স্যার—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন, আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতে এঁচড় দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বললেন, কী রে? এঁচড়? কোত্থেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এল। বিপিন মাস্টার ইস্কুলে গিয়েছেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকল ক্লাসে দুরুদুরু বক্ষে।

বিপিন মাস্টার কড়া সুরে হেঁকে বললেন, এই যে! হারুন আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাস্টার বললেন, 'দেরি কীসের?'

'আজ্ঞে, এঁচড়'

'কী? এঁচড়? কীসের এঁচড়? সরে এসো এদিকে—'

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুন ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে, আপনার বাড়িতে এঁচড়—

'কী? আমার বাড়িতে? তার মানে?'

'এঁচড় দুখানা বেশ বড়ো বড়ো আপনার বাড়িতে দিয়ে এলাম।'

Scanned by CamScanner

'কবে?'

'এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হল—এঁচড় পাড়তে দেরি হল।'

বিপিন মাস্টারের উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কত বড়ো অমোঘ মন্ত্র, দুজনেই তা জানে। বিপিন মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না। ওরা দুজনে গটগট করে মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে, আমাকে ওরা বসতে চাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বসতে চাইচে তা হয়েচে কী? তোমার একার জন্যে হয়নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার

হারুন এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়ল। আবুল বসল যুগ ওখানে। যুগল বেচারিকে উঠেই যেতে হল দু-দিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাস্টার দে দেখলেন না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝেসুজেই আজ এঁচড় এনেছে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো? কিন্তু চেয়েও বড়ো ধাক্কা আজ পৌঁছোল এসে। ওরা দুজনে ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে এক ঘোড়ার গাড়ি স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুন বললে, কে রে? কে এল?

আবুল ঠোঁট উলটে বললে, কী জানি!

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাস্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বললেন, যাও ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্সপেক্টর বাবু এসেছেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুন সেইসঙ্গে এসে বসে। ওদের গাঁ পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষিদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের ব ছেলে, নাম তার হায়দার আলি।

হারুণ বললে, আমাদের পরনে ময়লা কাপড়—

হায়দার বললে, তাতে কী হয়েছে?

'মার খাবি এখন'

'ইস্ তা আর জানিনে! মারলেই হল।'

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়া ঢুকল। একটু পরে সাহেবি পোশাকপরা ইন্সপেক্টর এবং তাঁর পিছনে হেডমাস্টার ওদের ক্লা দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

Scanned by CamScanner

ন্সপেক্টরবাবু বললেন, এটি কোন্ ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কীসের ঘণ্টা?
বিপিনবাবু বললেন, ইতিহাসের।
'বেশ বেশ।'
রে হারুনের দিকে চেয়ে বললেন, কী নাম?
হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে, হারুন-অল-রসিদ।
'অ্যাঁ?'
স্যার, হারুন-অল-রসিদ।'
'বোগদাদ থেকে কবে এলে?'
'আজ্ঞে স্যার?'
'বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো?'
হারুন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাসলেন।
'সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েছ?'
'আজ্ঞে স্যার।'
'কুতুবুদ্দিন কে ছিলেন?'
হারুন বললে, রাজা।
'কোথাকার রাজা? কোথায় থাকতেন?
'বিলেতে।'
'বেশ। আকবর কে ছিলেন?'
হারুন ভেবে বললে—সেনাপতি।
'কার সেনাপতি?'
'রাজার।'
'কোন্ রাজার?'
'বিলেতের।'
'বাঃ বাঃ—হারুন-অল-রসিদ বোগদাদি, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার, বোগদাদের খবর কী?
'অ্যাঁ?'
'বলি বোগদাদের খবর কী?'
হারুন ভাবলে বোগদাদ হয়তো তাদের গ্রামের ইংরেজি নাম। তাই সে বললে, খবর ভালো
্যার। হেডমাস্টার ও ইন্সপেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কী
মাছে, হারুন তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাস্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি

Scanned by CamScanner

রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন—ওকে গিলে খাবেন এই ভাব।

হারুন ভেবে পেলে না কী এমন অন্যায় কাজ সে করে বসল।

বিপিন মাস্টার নিশ্চয়ই চটেচে, ওঁর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্সপেক্টর ওর দিকে চেয়ে বললেন, বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল। হেডমাস্টার বল পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিছুই জানে না।

'চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।'

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাস্টার এসে ওদের ক্লাসে বললেন, পুণ্যশ্লোক হারুন-অল-রসিদের নামে তোমাদের নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরী মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাস্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বললেন, সরে এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো। হারুন কাঁদো কাঁদো এগিয়ে যেতেই হেডমাস্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বললে, হারুনকে ইন্সপেক্টর ডাকচেন।

কী বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল!

অফিসঘরে ওকে ইন্সপেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি আপাতত কোথায়?

হারুন ভয়ে ভয়ে বললে, জানিপুর।

'কতদূর এখান থেকে?'

'দু-মাইল স্যার।'

'কী খেয়ে এসেছ?'

'পান্তা ভাত।'

'মসরুর কোথায়?'

'আজ্ঞে?'

'খোজা মসরুর?'

নাঃ, কী বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন। এসব কথা সে জীবনে কখনো শোনে কেন এত বড়ো বড়ো লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না? উত্তর দিতে পারলে এখুনি বিপ্‌নে মাস্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুনের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্সপেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাস্টারটা ওঘরে কোথাও আছে না সকালের এঁচড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল। অদৃষ্ট আর কাকে বলে? নাম রেখে

Scanned by CamScanner

তার বাপ-মা, তার কী দোষ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ি যাও। তোমার নামটা খুব বড়ো একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে আবুল বললে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হত। আজ তো পড়াই হল না। তোকে কী বলছিল রে ইন্সপেক্টরবাবু?

হারুন বললে, 'তুই পাড়গে যা এঁচড়। বিপ্নে মাস্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কী মুশকিলে পড়েছিলাম আজ বল তো!

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুজনে বাড়ি পৌঁছোল।

■ **লেখক পরিচিতি** : জন্ম ১৮৯৪ সালে। তিনি বি.এ. পাস করার পর কিছুকাল চব্বিশ পরগনা জেলার হরিনাভিতে স্কুলমাস্টারি করেন। তারপর স্কুলমাস্টারি ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরের সন্নিকটে জমিদারের স্টেটের ম্যানেজারির কাজ করেন। সেখান থেকে ফিরে আবার স্কুল মাস্টারির কাজে যোগ দেন। তাঁর রচনায় গ্রাম্যজীবনের চিত্র স্পষ্টভাবে চিত্রিত। মৃত্যু : ১৯৫০ সালে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—পথের পাঁচালী, আদর্শ হিন্দু হোটেল, অপরাজিত, আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়, বিধুমাস্টার, ইছামতী প্রভৃতি।

▼ **শব্দার্থ** : **জনমজুর**—ঠিকা শ্রমিক। **আশ ধানের জাওলা**—আউশ ধানের মণ্ড। **বেত্রভীতি**—বেতের ভয়। **মোলায়েম**—নরম সুরে। **জরিমানা**—অর্থদণ্ড। **বাহুল্য**—বাড়াবাড়ি / আধিক্য। **ডেঁপো**—ইঁচড়ে পাকা / ফাজিল।

Scanned by CamScanner

অনুশীলনী

■ মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'হারুন-অল-রসিদ' গল্পটির রচয়িতার নাম বলো।

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি গ্রন্থের নাম বলো।

৩। 'আশ ধানের জাওলা' বলতে কী বোঝো?

৪। 'এঁচড়' কাকে বলে?

৫। ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে কে এসেছিলেন?

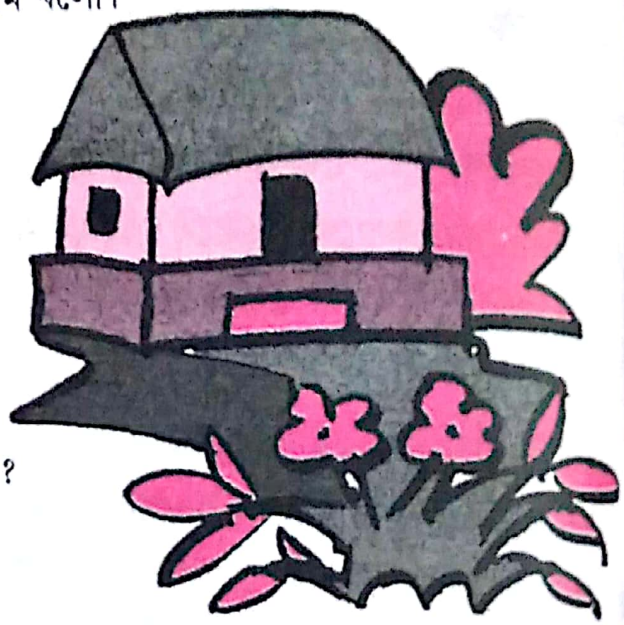

■ লিখিত প্রশ্ন :

● অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। হারুন আর আবুলের গাঁয়ের নাম কী?

২। রসুলপুর থেকে কে পড়তে আসত?

৩। শিবনাথ মাস্টার স্কুলের ছেলেদের কী বলেছিলেন?

৪। হারুনদের স্কুলে আসার পথে কোন্ বিল পড়ে?

৫। মাঠে কোন্ ফুলের ঝাড় দেখা যায়?

৬। হারুন আর আবুল কোন্ বাগানে আম কুড়োত?

৭। আবুল কোথা থেকে পদ্মফুল তুলেছিল?

৮। ফণিমাস্টার কী ভালোবাসতেন?

৯। দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে কী করা হত?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি'—কে, কাকে বলেছিল? কোন্ গাছের কথা বলা হয়েছে? কী পাড়ার কথা বলা হয়েছে?

২। বিপিন মাস্টারের উদ্যত বেত নেমে গিয়েছিল কেন?

৩। 'ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোঁকরা কোথাকার—' কে, কাকে বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন? 'ডেঁপো' কথার অর্থ কী?

৪। 'বোগদাদ থেকে কবে এলে?'—কে, কাকে বলেছিলেন? কে বলেছিলেন? বোগদাদ শহরটি কোথায় অবস্থিত?

৫। মসরুর কে? হারুন-অল-রসিদ সম্বন্ধে কী জানতে পারলে?

● রচনামূলক প্রশ্ন :

১। ইন্সপেক্টর হারুনকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন? উত্তরে হারুন কী কী বলেছিল?

২। বিপিন মাস্টার হারুনদের কী পড়াতেন? তিনি হারুনের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন কেন?

৩। হেডমাস্টারের ঘর থেকে চাকর এসে হারুনকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর কী ঘটনা ঘটেছিল?

Scanned by CamScanner

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

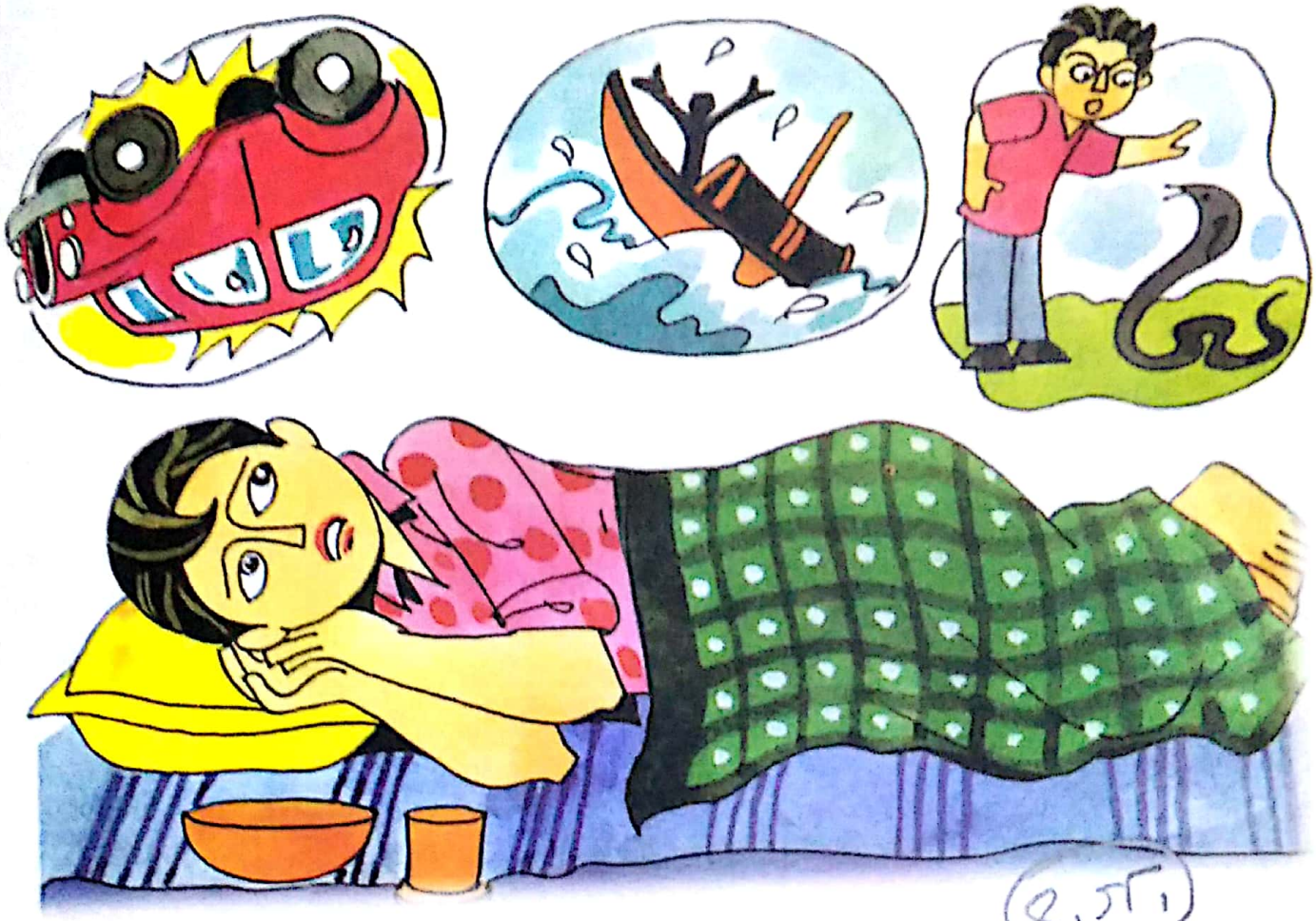

নন্দলাল তো একদা একটা
করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্
রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, 'আ-হা-হা কর কী,
কর কী নন্দলাল?
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া
রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে
আর উদ্ধার এই দেশ'।
তখন সকলে বলিল '—বাহবা
বাহবা বাহবা বেশ।'

নন্দর ভাই কলেরায় মরে,
দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ
করো না ভায়ের সেবা!'
নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্য
জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা
দেশের হইবে কী?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
ভেবে দেখি চারিদিক।'
তখন সকলে বলিল, 'হাঁ হাঁ হাঁ
তা বটে তা বটে ঠিক।'

নন্দ বাড়ির হতো না বাহির
কোথা কী ঘটে কী জানি;
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন
উল্টায় গাড়িখানি;
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ
রেলে 'কলিশন' হয়।
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর
গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে
রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, ভ্যালা রে নন্দ,
বেঁচে থাক্ চিরকাল।'

(সংক্ষেপিত)

Scanned by CamScanner

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) 'নন্দলাল' কবিতাটি কার লেখা?

(খ) নন্দলাল কী পণ করেছিল?

(গ) নন্দলালের পণের কথা শুনে সকলে কী বলেছিল?

(ঘ) কখন সকলে নন্দলালকে বাহবা দিয়েছিল?

(ঙ) নন্দলাল তার ভায়ের সেবা করতে রাজি হয়নি কেন?

(চ) নন্দলাল নৌকায় চড়তে ভয় পেত কেন?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) 'আ-হা-হা কর কী, কর কী নন্দলাল?'—কারা কখন একথা বলেছিল?

(খ) 'বাঁচাটা আমার অতি দরকার।'—নন্দলাল কেন একথা বলেছিল?

(গ) কী কী কারণে নন্দলাল বাড়ির বাইরে বের হতো না?

(ঘ) কীভাবে নন্দলাল বেঁচে থাকল?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'নন্দলাল' কবিতা অবলম্বনে নন্দলালের মনের ইচ্ছা বর্ণনা করো।

(খ) নন্দলালের বাঁচার ইচ্ছাকে তুমি কি সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

(গ) নন্দলাল চরিত্রটি তোমার কেমন লেগেছে বর্ণনা করো।

(ঘ) নন্দলালের দেশপ্রেম কতদূর খাঁটি বলে তুমি মনে করো।

(ঙ) 'আমি না করিলে কে করিবে/আর উদ্ধার এই দেশ।'—এই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য নন্দলাল কী কী করত বর্ণনা করো।

৬. বাক্য রচনা করো : পণ, উদ্ধার, অভাগা, কলিশন, বাহবা।

৭. পদান্তর করো : দেশ, জীবন, চিরকাল, দরকার, ভয়।

৮. শব্দগুলিকে ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো : ভূষণ, পণ।

৯. 'ফি-সন', শব্দের 'ফি' কে ব্যবহার করে আরও দুটি শব্দ তুমি তৈরি করো।

১০. বাক্যগুলি থেকে অব্যয় খুঁজে নিয়ে লেখো :

(ক) কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী?

(খ) তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।'

(গ) আ-হা-হা কর কী, কর কী নন্দলাল?

(ঘ) তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।

১১. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

(ক) **জীবনটা** যদি দিই।

(খ) কী জানি কখন উল্টায় **গাড়িখানি**।

(গ) **কষ্টে** বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।

(ঘ) বেঁচে থাক **চিরকাল**।

১২. অর্থের পার্থক্য লেখো :

দেশ = _____ বাড়ি = _____ চাপা = _____

দ্বেষ = _____ বারি = _____ চাঁপা = _____

Scanned by CamScanner

একটি ছোট্ট মেয়ের গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরের কাছেই ম্যানহেমনে-কারাউ শহর। ছোট্ট শহর। বসতিও কম। সেখানকারই বাসিন্দা পিটার। ওঁদের পারিবারিক ব্যাবসা ছিল লোহা-লক্কড়ের। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির সব কিছু বদলে দিল। বিশ্বযুদ্ধের পর পিটার দেখলেন লোহার ব্যাবসা করে আর লাভ নেই। অন্য ধান্ধা করলেন তিনি। জমি-বাড়ি কেনা-বেচার সঙ্গে-সঙ্গে পুরনো গাড়ি বেচা-কেনার ব্যাবসা শুরু করালেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়েও গেল।

তারপর একদিন জার্মান মেয়ে হেইদির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। পিটারের ব্যাবসা তখন

Scanned by CamScanner

ভালোই চলছে। ঘরে এসেছে ফুটফুটে একটি মেয়ে। খেলাধুলা বরাবরই ভালোবাসতেন পিটার। এতদিন সময় পাননি। ব্যাবসা নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকতেন। এবার তিনি টেনিস খেলতে শুরু করলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁদের জেলার সেরা খেলোয়াড় হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তিনি খুললেন কোচিং ক্যাম্প। নিজেই কোচ। ওই এলাকার ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা এসে ভিড় জমাতে লাগলো তাঁর কোচিং ক্যাম্পে।

পিটার-হেইদির মেয়েও বড়ো হচ্ছে। বাবার সঙ্গে কোচিং ক্যাম্পে আসে। খেলা দেখে। মাত্র তিন বছর বয়সেই খেলার বায়না ধরল সে। পিটার মেয়ের জন্যে ছোট্ট র‍্যাকেট বানিয়ে দিলেন। র‍্যাকেটটি হাতে পেলে আর কিছু চায় না সে। র‍্যাকেট হাতে নিয়ে এ-কোর্ট ও-কোর্টে খেলে বেড়ায়। তা বয়েসের তুলনায় ভালোই খেলে।

একদিন সন্ধেবেলায় পিটার কাজ থেকে ফিরলে সে বায়না ধরে খেলার জন্যে। আদুরে মেয়ের বায়না। ক্লান্ত থাকলেও মেয়ের সঙ্গে খেলতে নামতে হত পিটারকে। কিন্তু মেয়ের টেনিস খেলাকে কোনোদিনই সিরিয়াসলি নেননি পিটার। দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও দুটি বছর। দু'বছরে মেয়েটির খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন সে বেস লাইনে দাঁড়িয়ে বল ফিরিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকটা শটই সুন্দর এবং দেখার মতো। তার হিটের জোর বড়োদের রীতিমতো অবাক করে দেয়।

কদিন ধরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন পিটার। যত দেখেন ততই অবাক হন। ওর শট, ওর প্রত্যেকটা মার, ওর কোর্ট কভারেজ, ওর মনঃসংযোগ অবাক করে তাঁকে। তাঁর মনে হল, এর প্রতিভা আছে। কিন্তু তাঁর কাছে সাদামাটা ভাবে খেলা শিখলে তো তার প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। তাহলে কার হাতে তুলে দেবেন মেয়েকে? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় যুগোশ্লাভিয়ার টেনিস কোচ বরিস ব্রেস্কভারের কথা। লেমেনের শহরতলিতে তাঁর কোচিং সেন্টার। এমন কিছু দূর নয় জায়গাটা। পিটার ঠিক করে ফেললেন, মেয়েকে ওখানেই নিয়ে যাবে। হেইদিকে বলে মেয়ের হাত ধরে বরিস ব্রেস্কভারের কাছে গিয়ে হাজির হলেন পিটার।

আগে থাকতেই দুজনের পরিচয় ছিল। পিটারকে দেখে বললেন, হঠাৎ এখানে এলে যে?

মেয়েকে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

মেয়েকে। কত বয়েস?

পাঁচ বছর। আমার বিশ্বাস, এ মেয়ে একদিন বিশ্ব জয় করবে।

হাসলেন ব্রেস্কভার। সব বাবাই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবে। তিনি মুখে কিছু বললেন না, শুধু হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে বিব্রত পিটার বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তো আমার কথা। ঠিক আছে নিজেই পরখ করে দেখো।

ঠিক আছে তাই হোক। চলো কোর্টে।

র‍্যাকেট হাতে নিয়ে পাঁচ বছরের মেয়েটি গিয়ে কোর্টে দাঁড়াল। অন্যদিকে যে জাঁদরেল

Scanned by CamScanner

কোচ ব্রেস্কভার—তা নিয়ে মেয়েটির মাথাব্যথা নেই। তার খেলতে ভালো লাগে। বাবার কোচিং সেন্টারে যেমন খেলে তেমনি খেলতে লাগাল। দু-এক মিনিট মেয়েটিকে পরখ করতে চেয়েছিলেন ব্রেস্কভার। দেখতে দেখতে কখন যে আধঘণ্টা কেটে গেছে খেয়ালও করেন নি।

আধঘণ্টা পরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলেন পিটারের দিকে। বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো—এ মেয়ের সম্ভাবনা আছে।

শুরু হল মেয়েটির নতুন জীবন। ব্রেস্কভার হাত ধরে খেলা শেখাতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে কোর্ট মাত্র তিনটে। আধঘণ্টার বেশি কেউ প্র্যাকটিস করতে পারে না। মেয়েটির পর্যাপ্ত অনুশীলন হচ্ছে না। পিটার তাই নিজের বাড়িতেই মেয়ের জন্যে একটা কোর্ট বানিয়ে দিলেন। ব্রেস্কভারের কাছ থেকে এসে ওখানে খেলত মেয়েটি। কখনো-সখনো পিটার নিজেই মেয়ের সঙ্গে খেলতে নেমে পড়তেন।

ব্রেস্কভার তাঁর কোচিং সেন্টারে টেনিসের পাশাপাশি ফুটবল, হকি আর বাস্কেটবলও খেলাতেন। এগুলো খেললে কোর্ট কভারেজ খুব ভালো হয় বলে ব্রেস্কভারের ধারণা। কিন্তু মেয়েটিকে কোনোদিন ফুটবল খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সে বাস্কেটবল খেলত। হকিও খেলত কখনো-সখনো।

ওই কোচিং সেন্টারে একটি ছেলে ছিল। টেনিসের চেয়ে তার অনেক বেশি ঝোঁক ছিলো ফুটবল খেলার দিকে। তার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে যায় মেয়েটির। দুজনে প্রায়ই আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করতো। ছেলেটি না চাইলেও মেয়েটিই তাকে জোর করে টেনিস খেলাতো। এইভাবে খেলতে খেলতে ছেলেটিরও টেনিসের ওপর দুরন্ত আকর্ষণ এসে গেলো।

বড়ো হয়ে দুজনেই হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। ওরা দুজনে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। সেই ছোট্ট মেয়েটিই আজকের স্টেফি গ্রাফ। আর ছেলেটির নাম বরিস বেকার।

পাঠ-সহায়ক

লেখক পরিচিতি : ১৯৪৪ সালের ১০ আগস্ট শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার লেকটাউন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। একসময় যুগান্তর পত্রিকার ক্রীড়াসাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন। তবে জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই অতিবাহিত করেছেন 'শুকতারা' ও 'নবকল্লোল' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত থেকে। তাঁর রচনা কিশোর-কিশোরীদের কাছে খুব প্রিয়। খেলাধুলা নিয়ে যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন বহু রহস্যগল্প ও উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'জঙ্গলরহস্য', 'তিরন্দাজ', 'মুখোশ', 'গোল' ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী পুরস্কারে তিনি ভূষিত। ২০১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁর দেহাবসান হয়।

গল্পের মূলভাব : বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় স্টেফি গ্রাফের বড়ো হয়ে ওঠার চমকপ্রদ কাহিনি এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। স্টেফির বাবা পিটার কীভাবে মেয়েকে তিল তিল করে তিলোত্তমায় পরিণত করেছিলেন তার কথাও গল্পে বর্ণিত হয়েছে। একজন পিতার আন্তরিক প্রয়াস কীভাবে সন্তানের সাফল্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে তা গল্পের কাহিনিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। সেই সঙ্গে বরিস বেকারকেও লেখক আবিষ্কার করেছেন কাহিনিসূত্রে। সব মিলিয়ে 'একটি মেয়ের গল্প' রচনাটি হয়ে উঠেছে বিশ্ব টেনিস তারকা স্টেফি গ্রাফ ও বরিস বেকারের স্মরণীয় উত্থানের কাহিনি।

Scanned by CamScanner

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ হাইডেলবার্গ শহরটি অবস্থিত—
(ক) জাপানে (খ) জার্মানিতে (গ) রাশিয়ায়

১.২ পিটারের পারিবারিক ব্যাবসা ছিল—
(ক) লোহা-লক্কড়ের (খ) মোটরগাড়ির (গ) খেলার সরঞ্জাম তৈরির

১.৩ পিটারের ছোট্ট মেয়েটি খেলার বায়না ধরত—
(ক) পাঁচ বছর বয়সে (খ) তিন বছর বয়সে (গ) চার বছর বয়সে

১.৪ বরিস ব্রেস্কভার ছিলেন—
(ক) জার্মানির টেনিস কোচ (খ) যুগোশ্লাভিয়ার টেনিস কোচ (গ) আমেরিকার টেনিস কোচ

১.৫ বরিস ব্রেস্কভারের কোচিং সেন্টারটি ছিল—
(ক) হাইডেলবার্গে (গ) জোহানেসবার্গে (গ) লেমেনে

১.৬ পিটার যখন তাঁর মেয়েকে ব্রেস্কভারের কাছে নিয়ে এলেন তখন মেয়েটির বয়স ছিল—
(ক) পাঁচ বছর (খ) তিন বছর (গ) সাত বছর

১.৭ পিটার মেয়ের অনুশীলনের জন্য কোর্ট বানিয়েছিলেন—
(ক) শহরের মাঝখানে (খ) শহরের বাইরে (গ) নিজের বাড়িতে

২. ঘটনার ক্রম অনুসারে বাক্যগুলিকে সাজাও :

(ক) শুরু হল মেয়েটির নতুন জীবন।
(খ) মেয়েকে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।
(গ) ঘরে এসেছে একটি ফুটফুটে মেয়ে।
(ঘ) সেই ছোট্ট মেয়েটিই আজকের স্টেফি গ্রাফ।
(ঙ) মাত্র তিন বছর বয়সেই খেলার বায়না ধরল সে।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) পিটার কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন?
(খ) পিটারের স্ত্রীর নাম কী?
(গ) পিটার কীসের ব্যাবসা করতেন?
(ঘ) পিটার তাঁর মেয়েকে কার কাছে টেনিস খেলার জন্য পাঠান?
(ঙ) ব্রেস্কভারের কোচিং সেন্টারে টেনিসের পাশাপাশি আর কী কী খেলানো হত?
(চ) ব্রেস্কভারের কোচিং সেন্টারে যে ছেলেটি ছিল তার নাম কী?
(ছ) ছেলেটির কোন্ খেলায় বেশি ঝোঁক ছিল?

Scanned by CamScanner

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) পিটার কেন লোহার ব্যাবসা ছেড়ে অন্য ব্যাবসা শুরু করেছিলেন?
(খ) পিটার কীভাবে জেলার সেরা টেনিস খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন?
(গ) 'যত দেখেন ততই অবাক হন।'—কে, কী, দেখে কেন অবাক হতেন?
(ঘ) পিটার তাঁর মেয়েকে কেন বরিস ব্রেস্কভারের কোচিং সেন্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন?
(ঙ) 'এ মেয়ের সম্ভাবনা আছে।'—কী দেখে বক্তা এই মন্তব্য করেছেন?
(চ) বরিস বেকার কীভাবে টেনিস খেলার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'একটি ছোট্ট মেয়ের গল্প' রচনাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) পিটারের ছোট্ট মেয়েটি কীভাবে বিশ্বখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল লেখো।
(গ) 'সেই ছোট্ট মেয়েটি আজকের স্টেফি গ্রাফ।'—কীভাবে মেয়েটি আজকের স্টেফি গ্রাফ হয়ে উঠেছিল লেখো।
(ঘ) স্টেফি গ্রাফের টেনিস তারকা হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর বাবার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।
(ঙ) স্টেফি গ্রাফের বিখ্যাত হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর নিজের চেষ্টার পরিচয় দাও।

৬. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) জার্মানির _____ শহরের কাছেই ম্যানহেমনে-কারাউ শহর।
(খ) বিশ্বযুদ্ধের পর _____ দেখলেন _____ ব্যাবসা করে আর লাভ নেই।
(গ) পিটার মেয়ের জন্যে ছোট্ট _____ বানিয়ে দিলেন।
(ঘ) কিন্তু মেয়ের টেনিস খেলাকে কোনোদিনই _____ নেননি পিটার।
(ঙ) র‍্যাকেট হাতে নিয়ে পাঁচ বছরের _____ গিয়ে _____ দাঁড়াল।

৭. অর্থ লেখো : জাঁদরেল, প্র্যাকটিস, সম্ভাবনা, দুরন্ত, সিরিয়াসলি।

৮. বাক্য রচনা করো : বিকাশ, আকর্ষণ, ফুটফুটে, আদুরে, বায়না।

৯. পদান্তর করো এবং কোন্‌টি কী পদ নির্দেশ করো : বিশ্বাস, জয়, জীবন, উন্নতি, ব্যাবসা।

১০. দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও : খেলা, হাত, কথা।

১১. উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে লেখো :

(ক) কদিন ধরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন পিটার।
(খ) কিছুদিন পর তিনি খুললেন কোচিং ক্যাম্প।
(গ) মেয়েকে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।
(ঘ) তিনি মুখে কিছু বললেন না।
(ঙ) পিটার তাই নিজের বাড়িতে মেয়ের জন্য একটা কোর্ট বানিয়ে দিলেন।

১২. বাক্যগুলিকে দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যে ভাগ করে লেখো :

(ক) র‍্যাকেট হাতে নিয়ে পাঁচ বছরের মেয়েটি কোর্টে দাঁড়াল।
(খ) ব্রেস্কভারের কাছ থেকে এসে ওখানে খেলত মেয়েটি।
(গ) একদিন সন্ধেবেলায় পিটার কাজ থেকে ফিরলে সে বায়না ধরে খেলার জন্য।

১৩. গল্পটি থেকে চারটি ইংরেজি শব্দ খুঁজে নিয়ে তাদের বাংলা অর্থ লেখো।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ৭

মিন্টুর ছবি

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মিন্টুর দাদা ছবি আঁকে। কী সুন্দর! পদ্ম, হাঁস, মানুষ, রাজা রানি, আরও কত কী !

মিন্টুও একদিন দাদার ছবি আঁকবার সাদা কাগজ কলম আর কালি নিয়ে ছবি একখানি আঁকল। ছবির বিষয় হল, 'মা তার ছোট্ট বোন মিনুকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে আর সামনে চুপ করে বসে আছে পুষি।' ছবিখানি কী সুন্দর হল। মিন্টু ছুটে গেল মাকে দেখাতে। মা তখনও বাড়ির বুড়ি মাসির সঙ্গে বারান্দায় বসে গল্প করছেন আর চুল শুকোচ্ছেন।

মা ছবি দেখেই বললেন, 'এ কাগজ তুই কোথায় পেলি, অ্যাঁ? রঞ্জনের বুঝি?'

মিন্টু বললে, 'ছবিখানা সুন্দর হয়নি মা? বলো না?'

'রঞ্জনের দরকারি কাগজপত্র নষ্ট করছ?'

নষ্ট করলাম বুঝি? ছবি এঁকেছি তো! সুন্দর হয়নি?'

'ছাই হয়েছে। ভূত আঁকা হয়েছে। সে এসে তোমায় কী করে দেখো। শিগগির রেখে এসো তার কলম। আর কখনও ওতে হাত দিয়েছ কি মজা দেখবে।'

বুড়ি মাসি বললেন, 'আহা! কেন বকছ বাছা! ও কি বোঝে? দেখো তো মুখখানা কেমন হয়ে গেল!'

মিন্টু কাঁদো-কাঁদো মুখ করে ফিরে এল। এত সুন্দর ছবিখানা! মা বললেন, ভূত আঁকা হয়েছে! ভূত কি এইরকম দেখতে? সে দাদার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ছবিখানা রেখে একদৃষ্টিতে

Scanned by CamScanner

তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, রাতেরবেলা চিলেকোঠায় এইরকম ভূত ঘুরে বেড়ায়? ও-দিককার বেলগাছে যে ভূতটা থাকে সে কি এইরকম? সে ভূত এঁকেছে?

পাশের ঘরে দিদি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল।

মিন্টু সেখানে গিয়ে দিদির পাশে দাঁড়িয়ে তার সামনে বইয়ের ওপর ছবিখানি রাখতেই দিদি খিঁচিয়ে উঠল, 'কী হচ্ছে? নিজেও পড়বে না, অন্যকেও পড়তে দেবে না।'

'লক্ষ্মীটি দিদি! দেখ না ভাই—'

—'কী দেখব?'

'ছবিখানা কেমন হয়েছে?'

'বাঁদর হয়েছে! যা, ভাগ—বলে ছবিখানা ছুড়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে আবার একমনে পড়তে লাগল—'দূষিত জল পান করিলে টাইফয়েড, আমাশা, গলগণ্ড বা কৃমি প্রভৃতি রোগ হয়।'

মিন্টু কাঁদো-কাঁদো মুখে ছবিখানা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। মা বললেন, ভূত! দিদি বললে, বাঁদর! বাঁদর যে হয়নি তা সে জানে। কারণ, সামনের পানওয়ালার যে বাঁদরটা আছে, রাস্তায় যে বাঁদর খেলা দেখায় সে এরকম দেখতে নয়। চিড়িয়াখানার বাঁদরের চেহারার সঙ্গেও এর মিল নেই। কিন্তু এ তো মা, তার ছোটো বোন মিনু আর পুষি। কেউই তার মনের কথা বুঝতে পারছে না।

সেদিন রবিবার। বাবা বৈঠকখানায়। সে ছুটল সেখানে। কেউ যা বলতে পারে না, বাবা ঠিক তার উত্তর দেন। তারও সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন বটে, তবে দু-একটার উত্তর দিতে পারেন না। যেমন, 'বাঘ কুমড়ো খায় কিনা।' 'হাতি পাঁঠা খায় না কেন?' 'উইচিংড়ি চিংড়ির কে হয়?'—সেদিন এসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেননি।

সে গিয়ে দেখল, বাবা একমনে একখানি মোটা বই পড়ছেন।

সে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বাবা!'

বাবা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, 'অ্যাঁ!'

মিন্টু বইয়ের ওপর ছবিখানা রেখে বললে, 'বাবা, দেখো তো ছবিখানা কেমন হয়েছে?'

'ছবি? কে এঁকেছে?'

'আমি।'

বাবার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিল; জিগ্যেস করলেন, 'কী এঁকেছ?'

'এই মা, এই মিনু, এই পুষি। মা মিনুকে দুধ খাওয়াচ্ছে আর পুষি বসে বসে দেখছে—।' বাবা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

'কেমন হয়েছে?'

Scanned by CamScanner

'কেমন হয়েছে? কিন্তু দুধের বাটি কই?'

'ওঃ! ভুলে গেছি।' বলেই খপ করে বাবার লাল-নীল পেনসিলটা তুলে নিয়ে নীল দিয়ে একটি গোল এঁকে বললে, 'এই যে—'

বাবা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'মাকে দেখাও গে—'

'মাকে দেখিয়েছিলুম, মা বললে, 'ভূত হয়েছে', দিদি বললে, 'বাঁদর হয়েছে'। ভালো হয়নি বাবা?'

'তুমি দাদার কাছে ছবি আঁকা শেখো—'

'বলো না, ভালো হয়েছে কি না?'

'দাদাকে দেখিয়ো—এখন যাও।' বলে বাবা তার গাল টিপে আস্তে পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। অমনি দাদার ঘর থেকে হাঁক এল, মিন্টু—এই মিন্টু—আবার আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস?

মিন্টু আবার বৈঠকখানায় ঢুকে বাবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

স্যান্ডাল চট চট করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকে দাদা বললে, 'আমার চাইনিজ ইংকের শিশিটা ভেঙেছিস, কলমটা ভোঁতা করেছিস, কাগজ ছিঁড়ে নিয়েছিস—তোকে না বারণ করেছি আমার জিনিসে হাত দিতে? কেন এ সব করেছিস?'

মিন্টু ফ্যালফ্যাল করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'তোমার মতো ছবি আঁকছিলুম।'

দাদা হঠাৎ মুখে রুমাল পুরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মিন্টুও হতভম্বের মতো ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

তার ধারণা হল, ছবিখানি খারাপ হয়েছে। সে আর দাদার ছবি আঁকবার কিছুতে হাত দেবে না।

কিন্তু পরদিন থেকে দেয়াল, নিজের পড়ার বইয়ে, খাতায়, বাবার দামি বইয়ের সাদা পুস্তানিতে মিন্টুর আঁকা নানা বিষয়ের ছবি দেখা যেতে লাগল। এজন্যে কেউ তার প্রশংসা করলে না, বরং কানমলা, চাঁটি ও বকুনি দিতে লাগল।

শেষে তার বাবা দাদাকে ডেকে বললেন, 'ওতে হবে না। ওকে আঁকতে শেখা—'

দাদা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে অগত্যা তাতেই রাজি হল। মিন্টুরও ছবি ক্রমে বহির্জগৎ থেকে খাতায় গিয়ে ঢাকা পড়ল এবং এখনও সেখানে সত্যিকারের ছবির রূপ নিচ্ছে।

মা তাই-ই দেখে একদিন বললেন, 'বাঃ! মিন্টু কী সুন্দর ছবি এঁকেছে।'

মিন্টু একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নীচু করল। তাই বলে সে ছবি আঁকা শেষ করেনি।

Scanned by CamScanner

■ **লেখক পরিচিতি :** খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২ জানুয়ারি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে বড়োদের জন্য সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তী কালে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন, এর মধ্যে 'দৈনিক কিশোর' উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। তিনি আনন্দ পুরস্কার, ভুবনেশ্বরী পদক, মৌচাক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভোম্বল সর্দার, কালো পাঞ্জা, নক্ষত্রলোকের পথে ইত্যাদি বিখ্যাত। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

▼ **শব্দার্থ :** **চিলেকোঠা**—ছাদের ওপরে সিঁড়িঘর। **খিঁচিয়ে**—ভেংচানো। **অন্যমনস্কভাবে**—আনমনে। **বৈঠকখানা**—বাইরের ঘর। **হতভম্ব**—কিছু বুঝতে না পেরে। **পুস্তানি**—বইয়ের বেধ। **প্রশংসা**—সুখ্যাতি। **নিতান্ত**—নেহাত। **অগত্যা**—অনোন্যপায়। **সলজ্জ**—লজ্জার সঙ্গে।

অনুশীলনী

■ **মৌখিক প্রশ্ন :**

১। 'মিন্টুর ছবি' গল্পটি কে রচনা করেছেন? ২। লেখকের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বলো।
৩। মিন্টু দাদার কী কী নিয়ে ছবি এঁকেছিল? ৪। মিন্টুর মা কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন?
৫। মার বকুনি খেয়ে মিন্টুর মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

■ **লিখিত প্রশ্ন :**

● **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১। মিন্টু কীসের ছবি এঁকেছিল? ২। মিন্টুর মাকে মিন্টু ছবিটি দেখাতে তিনি কী বলেছিলেন?
৩। বুড়ি মাসি মিন্টুর মাকে কী বলেছিলেন?
৪। দিদিকে মিন্টু ছবিটা দেখানোর পর দিদি কী মন্তব্য করেছিল?
৫। মিন্টু ছবিটি নিয়ে শেষে কার কাছে, কোথায় গিয়েছিল?
৬। মিন্টু তার আঁকা ছবিটিতে কী আঁকতে ভুলে গিয়েছিল?
৭। কার কথামতো মিন্টুর দাদা মিন্টুকে ছবি আঁকা শিখিয়েছিল?
৮। 'বাঃ! মিন্টু কী সুন্দর ছবি এঁকেছে!'—কে বলেছিলেন?
৯। মিন্টু তার দাদার কোন্ কোন্ জিনিস নষ্ট করেছিল?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১। মিন্টুর দাদা কীসের ছবি আঁকত? ২। মিন্টুর মা মিন্টুকে কী বলে বকেছিলেন?
৩। দাদার চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ছবিখানা রেখে মিন্টু কী ভাবছিল?

● **রচনামূলক প্রশ্ন :**

১। মিন্টুর বাবা বৈঠকখানায় কী করছিলেন? তিনি মিন্টুকে কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারতেন না? ২। ছবির বিষয় সম্বন্ধে মিন্টুর বাবা মিন্টুকে জিজ্ঞেস করতে মিন্টু কী বলেছিল? পরে মিন্টুর বাবা মিন্টুকে কী বলেছিলেন? সে কী করেছিল?

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ১১

রুকু আর সুকু

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভোরবেলা রুকু আর সুকু তাদের সুন্দর ছোট্ট বাংলোর কাচের দরজা খুলে শিশিরভেজা মাঠে নেমে এল। শরতের শেষ। এই সময়টায় ডালটনগঞ্জের সকালের কোনো তুলনা হয় না। আকাশ যে কত নীল হতে পারে, বাতাস যে কত পরিষ্কার হতে পারে, শহরের লোক ডালটনগঞ্জে বছরের ঠিক এই সময়টায় না এলে কোনোদিনও বুঝতে পারবে না।

রুকু আর সুকু দুই ভাই। তাদের বাবা এখানকার স্থানীয় হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার। রুকু বড়ো, সুকু ছোটো। ভোরবেলা দুই ভাইয়ের প্রথম কাজই হল, বাড়ির দরজার গোড়া থেকে দূরের একটা ইউক্যালিপটাস গাছ পর্যন্ত দৌড়ের প্রতিযোগিতা। বাবা বলে দিয়েছেন, শুধু পায়ে দৌড়োবে, পায়ে যেন কোনও জুতো না থাকে। প্রতিবেশী সমরবাবু শুনে বলেছিলেন, ছেলে দুটোকে মারবে নাকি ডাক্তার। পায়ে ঠান্ডা লাগলে কী হয় জানো?

ডাঃ মুখার্জি হেসে বলেছিলেন—পরমায়ু বাড়ে।

রুকু বললে—দ্যাখ সুকু, আজ আমি তোকে ঠিক হারিয়ে দেব।

সুকু বললে, দ্যাখ দাদা। তবে তোর ভুঁড়িটাই হল সমস্যা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো স্টার্টার না থাকলেও প্রথা প্রথাই। দৌড় যেভাবে শুরু হওয়া উচিত, ঠিক সেইভাবেই শুরু করতে হবে। দু-ভাই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে মাটি ছুঁল।

Scanned by CamScanner

দুজনেই গুনতে শুরু করল, রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি। যা হয়, টু বলে থ্রি বলার আগেই রুকু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সুকু বললে—দাদা তুই একটা হাঁদা। আমরা দুজনেই একসঙ্গে তো ওয়ান, টু গুনছি, তুই জানিস থ্রি বললেই দৌড়োতে হবে। তাহলে তুই টু আর থ্রি-র মাঝখানে ছিটকে সামনে চলে গেলি কেন?

রুকুটা ভারী ভালো মানুষ। সুকুকে বললে—দাদাকে হাঁদা বলতে নেইরে। নে আবার শুরু করি।

রুকু আর সুকু ছুটতে ছুটতে ইউক্যালিপটাস গাছের গোড়া অবধি চলে গেল। রোজ যেমন হয় আজও সুকুই প্রথম হল। তবে রুকুর আজ একটু উন্নতি হয়েছে। সারাটা পথে সুকুর সঙ্গে তার দশ-বারো হাতের ব্যবধান, শেষের দিকে সে দু-হাতের মধ্যে এনে ফেলেছিল।

গাছের তলায় একগাদা শুকনো পাতার মধ্যে থেকে একঝাঁক শালিক পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছিল ক্যাঁচোর ম্যাঁচোর। দু-ভাই দৌড়ে আসতেই পাখিগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল।

রুকু বললে—সুকু তোর মধ্যে হিংসে আছে। তা নাহলে পাখিগুলো উড়ে গেল কেন? সুকু বললে—তোর মধ্যে ভীষণ হিংসে আছে বলেই পাখিগুলো উড়ে পালাল।

—আমি কতদিন একলা এসে পাখিদের মধ্যে বসে বসে খেলা করেছি, কই তখন তো ওরা আমাকে ভয় পায়নি।

—তোর কী বুদ্ধি দাদা। দৌড়ে এলে ওরা তো উড়ে যাবেই। হাওয়ার ঝাপটায় কাগজও উড়ে যায়, পাখি উড়বে না।

ইউক্যালিপটাস গাছের গোড়া থেকেই জমিটা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে ক্রমশ আর একটা সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। গাছটার তলাতে এলেই ছোট্ট একটা চার্চ দেখা যায়। ক্রশটা যেন চোখের সামনে উঁচিয়ে আছে। ঘণ্টাঘরে একটা ব্রোঞ্জের বিশাল ঘণ্টা দুলছে। পিছনে নীল আকাশ। সারি সারি সেগুন গাছ নেমে গেছে ধাপে ধাপে। চার্চটাকে ঘিরে আছে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ইউক্যালিপটাস। চার্চটা সবচেয়ে নির্জন জায়গায় যেন লুকিয়ে আছে। চার্চে যাবার বাঁধানো রাস্তাটা এদিক দিয়ে নয়। সেটা অনেক তলা দিয়ে ও পাশ দিয়ে ঘুরে এসেছে। রাস্তার দু-পাশে সাদা সাদা পাথর বসানো।

রুকু আর সুকু রাস্তার কিছুটা দেখতে পাচ্ছে। ব্রাদার চার্লস একটা লম্বা হাতল লাগানো বুরুশ দিয়ে রাস্তাটা পরিষ্কার করছে। এদিকে ঢালু বেয়ে সেগুনের ডাল ধরে ধরেও চার্চে যাওয়া যায়। রুকু আর সুকু রোজ সেইভাবেই যায়। নামতে নামতে কোনো কোনো দিন তারা পা হড়কে দুম করে পড়ে যায়। রুকুই অবশ্য বেশি পড়ে। পড়ে হিসেবের ভুলে। কাঁকুরে জমি, সাবধানে পা না ফেললেই হড়কে যায়। তার ওপর রুকু গাছের যে ডালগুলোর ওপর বেশি নির্ভর করে, চেনার ভুলে সেগুলোই সবচেয়ে পলকা ডাল।

Scanned by CamScanner

দুজন কিছুক্ষণ দম নেবার পর, সুকু বললে, চল দাদা এবার নামতে থাকি।

রোজ সকালে চার্চে তাঁদের যেতেই হবে। ফাদার ফ্রেডরিক ভীষণ ভালোবাসেন ছেলে দুটিকে। বলেন, তোমরা দুজন দেবশিশু। প্রভু তোমাদের দয়া করুন।

লম্বা সাদা পোশাক পরে ফাদার দুজনের মাথায় হাত রেখে যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে দুজনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—ও হোলি চিলড্রেন অব দি কিংডম অব গড। তারপর দুজনকে দু-কাঁধে তুলে ফাদার ধেই ধেই করে নাচতে থাকেন। ফাদার বলেন—এইভাবেই আমি হেভ্‌নে যাব। তোমরা আমাকে বাধা দেবে না। দু-ভাই ফাদারকে ভীষণ ভালোবাসে নিশ্চয়। তবে সামান্য একটু লোভও আছে। টফির লোভ, বিলিতি বিস্কুটের লোভ, আপেল, কিশমিশ, আঙুরের লোভ। ফাদার বলবেন—ইয়েস ইয়েস, টুমহাদের আমি সব দেব, কিন্টু টার আগে টুমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি হোলি ওয়াটার ছেটাবে।

গির্জার প্রার্থনা ঘরে নিয়ে গিয়ে ফাদার ওদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন। সুকুর ভীষণ ভালো লাগে ফাদারের সোনার পকেট ঘড়িটা। কী সুন্দর দেখতে। রুকুর ভীষণ ভালো লাগে বিশাল ঘণ্টাটা যখন বাজতে থাকে। সারা পাহাড়তলি যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। ফাদার জানেন ওরা রোজ সকালে ঠিক কখন আসবে। তিনি বলেন, তোমরা ঠিক ভোরে দমকা বাতাসের মতো আস। আমি তখন আমার বুকের দরজাটা খুলে রাখি।

চার্চের পিছন দিকে আর একটা গেট আছে। সেই গেট দিয়ে দু-ভাই ছুটতে ছুটতে ঢুকল। এইভাবেই রোজ তারা ঢোকে। সারি সারি গাছের মধ্যে দিয়ে পথ। পিচফলের গাছ, জামরুল, পেঁপে, মেহগিনি। কত কী গাছ!

অন্যদিন পিচফল গাছের তলাতেই ফাদার দাঁড়িয়ে থাকেন। বুকের সামনে ঝোলে ক্রশ। সোনার মতো ঝকমকে। তারা ছুটতে ছুটতে কতদূর চলে এল। আজ ফাদার কোথায় গেলেন? গাছের তলায় একটা কাঠবিড়ালি কী করছিল, দৌড়ে পালাল। সুকু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এ কী রে দাদা! চার্চের মেন গেটে চলে এলুম, ফাদার আজ কোথায়?

ওরা ভয়ে ভয়ে প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কানে এল সমবেত কণ্ঠের চাপা প্রার্থনার শব্দ। সঙ্গে খুব হালকা অর্গানের সুর।

বিশাল বিশাল থামের তলায় ছোট্ট দুটি শিশু। রুকু বললে—আমি আজ ফাদারের সঙ্গে কথাই বলব না। সুকু বললে—আমি কোনোদিনও কথা বলব না। কেন ফাদার আমাদের জন্যে ওখানে গাছতলায় না দাঁড়িয়ে প্রেয়ারে চলে এসেছেন। চল দাদা আমরা চলে যাই। রুকুও হয়তো চলেই যেত—হঠাৎ গির্জার বিশাল ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করল। থেকে থেকে গম্ভীর সুরে, থেমে থেমে। রুকু পিছিয়ে এসে মাথা উঁচু করে ঘণ্টাঘরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। একে নীল আকাশ, সাদা

Scanned by CamScanner

মেঘ থেকে রোদ ঠিকরে চোখে লাগছে, ভালো করে তাকানো যাচ্ছে না। হঠাৎ সুকু বললে—এই দ্যাখ দাদা। রুকু আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নিল। চোখে আলো লেগেছে বলে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। হল ঘর থেকে কালো পোশাক পরে সারি সারি মানুষ খুব আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন। মাঝখানে যাঁরা আসছেন, তাঁদের কাঁধে লম্বামতো বিশাল একটা কাঠের বাক্স। সেই মিছিলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সামনে যিনি আসছেন তিনি একটা তামার পাত্র থেকে তামার দণ্ড দিয়ে জল ছিটোচ্ছেন, এদিকে ওদিকে। পাশেই আর একজন, তার বুকে ধরা বিশাল একটা বাইবেল। আর একজনের হাতে ক্রশ।

মিছিলটার পিছনে পিছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে দু-ভাইও চলেছে, মিছিলটা চলেছে। চার্চের পিছনের দিকে বাগানে, যেদিক থেকে তারা এসেছিল সেইদিকেই। সুকু বললে—দাদা ওই বাক্সটায় কী আছে রে। রুকু বললে—মনে হয় গুপ্তধন। চুপ।

রুকু এমনভাবে চুপ বললে—যেন সুকু গুপ্তধনের ব্যাপারটা জানাজানি করে দিচ্ছে।

গাছের আড়ালে আড়ালে দু-ভাই মিছিলের পিছনে পিছনে চলেছে, সন্ধানী ডিটেকটিভের মতো।

মিছিলটা যে জায়গায় গিয়ে থামল, ঠিক তার মাথার ওপর সেই ইউক্যালিপটাস গাছ। রোদ মেখে তরোয়ালের ফলার মতো বাতাসে কাঁপছে। ওঁরা গর্ত খুঁড়ে সেই বাক্সটাকে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিল। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে মাটি চাপা দিয়ে দিল। সারি সারি মোমবাতি জ্বেলে দিল। কত কী করল!

এইবার সকলে ফিরে চলেছে। রুকু দৌড়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল—বলতে পারেন আমাদের ফাদার কোথায়? আমাদের ফাদার?

রুকু যাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন—মাই সান, ফাদার ইজ ইন হিজ গ্রেভ।

রুকু আর সুকু কত বড়ো হয়ে গেছে। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার। সেই ইউক্যালিপটাস গাছটার বয়সও অনেক বেড়ে বুড়ো হয়ে গেছে। সেই চার্চটার আর আগের মতো সুন্দর চেহারা নেই। বিদেশি ফাদাররা চলে গেছেন স্বদেশে। শুধু ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে একটি ধূসর মার্বেল ফলকের গায়ে অনেক চেষ্টা করলে পড়া যাবে—ফাদার ফ্রেডরিক। ভোর তিনটের সময় অনেক দিন আগে ফাদার ঘুম থেকে উঠেই ঘরের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন—আমার রুকু, আমার সুকু আসবে। তারপর তাঁর আর কিছু মনে ছিল না—। দুবার শুধু বলেছিলেন—মাই সান, মাই সান।

Scanned by CamScanner

অনুশীলনী

■ মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'রুকু আর সুকু' গল্পটি কার লেখা? ২। রুকু আর সুকু-র মধ্যে কে বড়ো, কে ছোটো?
৩। রুকু-সুকুর বাবা কোথাকার ডাক্তার ছিলেন? ৪। রুকু-সুকু ভোরবেলায় কীসের প্রতিযোগিতা করত?
৫। রুকু-সুকুর প্রতিযোগিতা কোথা থেকে কত পর্যন্ত ছিল?

■ লিখিত প্রশ্ন :

● অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সমরবাবু রুকু-সুকুর বাবাকে কী বলেছিলেন?
২। ডাঃ মুখার্জি কে? তিনি সমরবাবুকে হেসে কী বলেছিলেন?
৩। 'দাদাকে হাঁদা বলতে নেইরে।'—কে, কাকে বলেছিল?
৪। শালিকগুলো কোথায় ছিল? কী করছিল?
৫। '...তখন তো ওরা আমাকে ভয় পায়নি।'—কে, কাকে বলেছিল? 'ওরা' কারা?
৬। চার্চের ঘরে কী দুলছিল? ৭। চার্চটিকে ঘিরে কোন্ জাতীয় গাছ ছিল?
৮। ব্রাদার চার্লস কী করছিল? ৯। রুকু আর সুকু কীভাবে রোজ চার্চে যেত?
১০। 'তোমরা দুজন দেবশিশু।'—কে বলতেন? কাদের বলতেন?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফাদার ফ্রেডরিক রুকু-সুকুকে নিয়ে কী করতেন? ২। কীসের লোভে রুকু-সুকু ফাদারের কাছে যেত?
৩। ফাদারের কোন্ জিনিসটা সুকুর খুব ভালো লাগত? চার্চের কোন্ জিনিসটা রুকুর ভালো লাগত?
৪। সাধারণত ফাদার কোন্ গাছের তলাতেই দাঁড়িয়ে থাকতেন? সেখানে আর কী কী গাছ ছিল?

● রচনামূলক প্রশ্ন :

১। 'এই দ্যাখ দাদা।'—কে বলেছিল? শেষ পর্যন্ত তারা কী দেখেছিল?
২। 'বলতে পারেন আমাদের ফাদার কোথায়?'—কে, কাকে জিজ্ঞেস করেছিল? তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন? 'ফাদার' কে? বক্তাদের ফাদার খুব ভালোবাসতেন কেন?

Scanned by CamScanner

অগ্নিদেবের শয্যা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাতে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল। কী একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কী একটা কাণ্ড কোথায় ঘটচে বনে। আলভারেজও বিছানায় উঠে বসেচে। দুজনেই কানখাড়া করে শুনলে—বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার! কী হচ্চে বাইরে?

শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেয়ো না। তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েচি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্চ কোথায়?

Scanned by CamScanner

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—বন্যজন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পুবদিকের পাহাড়টার দিকে চলচে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। আরও আসচে, দলে দলে আসচে। ধাড়ি ও মাদি কালোবাস বাঁদর দলে-দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেচে, সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেচে! আর সঙ্গে-সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্চে—চাপা গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো শব্দটা, কিংবা দূরে কোথাও যেন হাজারটা জয়ঢাক একসঙ্গে বাজচে।

ব্যাপার কী! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক! আলভারেজ বললে—শংকর, আগুনটা ভালো করে জ্বালো, নয়তো বন্যজন্তুদের দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার উপরেও পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্চে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি!

শংকর আলভারেজকে কী একটা জিগগেস করতে যাবে, তারপরেই—প্রলয় ঘটল। অন্তত শংকরের তো তাই বলেই মনে হল। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে-সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটল।

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজরে পড়ল দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েচে। রাঙা হয়ে উঠেচে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠেচে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দু-হাজার, আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে-সঙ্গে কী বিশ্রী নিশ্বাস-রোধকারী গন্ধকের উৎকট গন্ধ বাতাসে!

আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! ওরা কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রংমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েচে শংকরের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে-মাঝে নীচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেইসঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

Scanned by CamScanner

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপচে যে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে-টলে পড়তে হয়। শংকর তো টলতে-টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখে একটা ছোটো কুকুরছানার মতো জীব তার বিছানায় গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপচে। শংকরের টর্চের আলোয় সেটা থতোমতো খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটি মণির মতো জ্বলতে লাগল।

আলভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েচে যখন প্রাণের ভয়ে!

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, এ থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা ওদের জানা নেই—কিন্তু আলভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কী প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মতো রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের উপর এসে পড়েচে, সঙ্গে-সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেচে, তখন আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও, শংকর, তাঁবু ওঠাও—শিগগির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে-ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিক-ওদিক সশব্দে পড়ল। নিশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধোঁয়াও বাতাসে ছড়িয়েচে।

দৌড়....দৌড়....দৌড়....দু-ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে, পুবদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের উপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড়ো একটা গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের যে ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়ল। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়চে, গাছপালা লতাপাতার উপর দেখতে-দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চলল—আবার রাত্রি এল। নীচের উপত্যকা-ভূমির অত বড়ো হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য, কতদূর পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নি-কটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেচে। কিন্তু সেই রাঙা আগুন-ভরা বাষ্পের মেঘ তখনো সেই রকম দীপ্ত হয়ে রয়েচে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডুটা উড়ে গিয়েচে। নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিল। আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল।

Scanned by CamScanner

ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শংকর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড়ো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেত না যদি তারা না থাকত। সভ্য জগৎ জানেও না, আফ্রিকার গহন অরণ্যের এই আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। (কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।)

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েচে। কুলপি বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েচে।

আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বছর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শংকর বললে—কী নাম?

আলভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এই অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে এই পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধহয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তার বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শংকরের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা, আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

[চলছে > চলচে, ছুটেছে > ছুটেচে বিভূতিভূষণ কৃত ইত্যাদি বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে]

পাঠ-সহায়ক

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান উত্তর ২৪ পরগনার বনগ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। কর্ম-উপলক্ষে দীর্ঘদিন ভাগলপুরে কাটিয়েছেন। এখানে থাকাকালীন অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে বিস্তর পরিচয় ঘটে। আরণ্যক জনজাতির সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল নিবিড়। তাঁর রচনার মূল বিষয় সাধারণ মানুষ এবং গ্রামবাংলার প্রকৃতি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসটি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—'আরণ্যক', 'অপরাজিত', 'ইছামতী', 'দেবযান', 'বিপিনের সংসার', 'কিন্নর দল', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রভৃতি। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'মেঘমল্লার', 'যাত্রাবদল', 'মৌরীফুল', 'তালনবমী', 'জন্মমৃত্যু' প্রভৃতি। কিশোরদের জন্য তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হল—'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা', 'হীরামানিক জ্বলে', 'সুন্দরবনে সাত বছর' প্রভৃতি। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর দেহাবসান ঘটে। আলোচ্য অংশটি 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পের মূলভাব : ভারতীয় ভাগ্যান্বেষী শংকর এবং পর্তুগীজ ব্যক্তিত্ব আলভারেজ আফ্রিকায় গিয়েছিল হীরকখনির সন্ধানে। গভীর জঙ্গলে তারা তাঁবু ফেলেছিল। মাঝরাতে আচমকা একটা শব্দে তাদের ঘুম

Scanned by CamScanner

অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পায়। বন্য-জীবজন্তুরা প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওরা দুজনে তখন আগ্নেয়গিরির দৃশ্য দেখতে পেল। এই দৃশ্য যেমনি ভয়ংকর তেমনি নয়নমনোহর। আগ্নেয়গিরি থেকে বড়ো বড়ো পাথরের জ্বলন্ত টুকরো তাদের তাঁবুর কাছে এসে পড়তে লাগল। তারা ছুটে পালাতে শুরু করল। এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হয়েও ওরা উপভোগ করল মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য, যা ওরা কখনও ভুলতে পারবে না। এই রূপের কাছে শত হীরকখনিও তুচ্ছ হয়ে যায়।

শব্দার্থ : **কাণ্ড**—ঘটনা। **টর্চ**—ব্যাটারি চালিত বাতি বিশেষ। **সতর্ক**—সজাগ। **ঊর্ধ্বশ্বাসে**—অতিদ্রুত। **উন্মত্ত**—পাগল। **ভীষণ**—ভয়ংকর। **ছানা-পোনা**—বাচ্চাসমূহ। **আকস্মিক**—হঠাৎ। **জয়ঢাক**—বড়ো ঢাক। **প্রলয়**—ধ্বংস, নাশ। **ফেঁড়ে**—ফাঁক হয়ে যাওয়া। **বিস্মিত**—অবাক। **উৎকট**—বিষম, তীব্র। **মিহি**—পাতলা। **বিজলি**—বিদ্যুৎ। **সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা**—আগ্নেয়গিরি। **তুবড়ি**—এক ধরনের বাজি। **দাবানল**—জঙ্গলের আগুন। অনেক সময় শুকনো কাঠে কাঠে ঘষা লেগেও বনে আগুন ধরে যায়। একে দাবানল বলে। **অগ্নিকটাহ**—আগুনের কড়াই। **অজ্ঞাত**—অজানা। **ললাট**—কপাল। **রুদ্রদেব**—শিবের অপর নাম। **তুচ্ছ**—সামান্য। **সার্থক**—সফল।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ মাঝরাতে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল—(ক) একটা শব্দে (খ) ভয়ে (গ) ভূমিকম্পে

১.২ শংকর আর আলভারেজের গা ঘেঁষে পালাল—(ক) দুটো হরিণ (খ) দুটো বেবুন (গ) দুটো চিতাবাঘ

১.৩ তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল—(ক) চিতাবাঘের ছানা (খ) নেকড়ে বাঘের ছানা (গ) হনুমানের ছানা

১.৪ যে ছাই আকাশ থেকে পড়ছিল, তা ছিল—(ক) কালো ধূসর বর্ণের (খ) সাদা রং-এর (গ) মিহি ধূসর বর্ণের

১.৫ নিশ্বাস রোধকারী গন্ধটা ছিল—(ক) মরা জীবজন্তুর (খ) গন্ধকের (গ) পোড়া জীবজন্তুর

১.৬ আলভারেজ আহত হল—(ক) পাথরের ঘায়ে (খ) চিতাবাঘের আক্রমণে (গ) তাঁবু চাপা পড়ে

২. যেটি ঠিক তার পাশে (✓) চিহ্ন এবং যেটি ভুল তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও :

(ক) শংকর বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

(খ) বন্য জীবজন্তুর দল পুব দিকের পাহাড়টার দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

(গ) আগুন রাঙা মেঘ দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে ফুঁসিয়ে উঠছিল।

(ঘ) বাতাসে পোড়া জীবজন্তুর গন্ধ ভেসে এলো।

(ঙ) গাছের পাতায় কালো পুরু ছাই জমে গেল।

(চ) 'ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই' কথার অর্থ আগ্নিদেবের শয্যা।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) 'সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা'—কথার অর্থ কী?

(খ) কে বিনা বন্দুকে বাইরে যেতে চেয়েছিল?

(গ) কোন্ জন্তুরা ছানাপোনা নিয়ে ছুটছিল?

(ঘ) একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের কত কাছে এসে পড়েছিল?

(ঙ) ক'টা তুবড়ি এবং রং মশালে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে শংকরের মনে হল?

(চ) কোন্ গাছের জঙ্গল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?

(ছ) আলভারেজ ম্যাপ দেখে কী বলেছিল?

(জ) আনুমানিক কত বছর ধরে আগ্নেয়গিরিটা চুপচাপ ছিল?

Scanned by CamScanner

(ঝ) কে আগ্নেয়গিরিকে প্রণাম করেছিল?

(ঞ) ম্যাপে আগ্নেয়গিরির কী নাম লেখা ছিল?

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) 'দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে'—কী দেখল?

(খ) 'এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল।'—কী কাছে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে? গুলি করতে ভুলে গেল কেন?

(গ) 'এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি।'—'ওরা' কারা? ওরা কী ধরনের দৃশ্য দেখেছিল?

(ঘ) 'দুজনেই অবাক।'—কী দেখে দু'জনে আবাক হয়েছিল?

(ঙ) 'কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।'—কী বললে, কেন বিশ্বাস করবে না?

(চ) 'আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।'—কে, কেন একথা বলেছিল?

(ছ) শংকর এবং আলভারেজ আত্মরক্ষার জন্য কী করেছিল?

৫. **দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) 'অগ্নিদেবের শয্যা' রচনা অবলম্বনে শংকর এবং আলভারেজের রাতের ঘটনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দাও।

(খ) 'কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য!'—দৃশ্যটিকে 'ভীষণ' এবং 'সুন্দর' বলা হয়েছে কেন?

(গ) শংকর এবং আলভারেজ গভীর জঙ্গলে কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

(ঘ) শংকর এবং আলভারেজের দেখা আগ্নেয়গিরির দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

(ঙ) 'আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়।'—বক্তা কেন একথা বলেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৬. **অর্থ লেখো :** ললাট, সার্থক, প্রলয়, অগ্নি-কটাহ, তন্দ্রা।

৭. **বাক্য রচনা করো :** সৌন্দর্য, অগ্নিলীলা, দাবানল, বিপর্যয়, উৎকট।

৮. **বিপরীত শব্দ লেখো :** প্রলয়, মিহি, বিপদ, সার্থক, আকাশ।

৯. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত, শংকর, পর্যন্ত, দিগন্ত।

১০. **পদান্তর করো :** অরণ্য, প্রণাম, বিশ্বাস, নষ্ট, জন্তু।

১১. **দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখো :** পৃথিবী, পাহাড়, মেঘ, আকাশ।

১২. **বিশেষণ পদগুলির নীচে দাগ দাও :**

(ক) ঘুটঘুটে অন্ধকার।

(খ) একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

(গ) গন্ধকের উৎকট গন্ধ বাতাসে।

(ঘ) ভীষণ সুন্দর দৃশ্য।

(ঙ) মিহি ধূসর বর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে।

Scanned by CamScanner

হঠাৎ আবিষ্কার

অমরেন্দ্রকুমার সেন

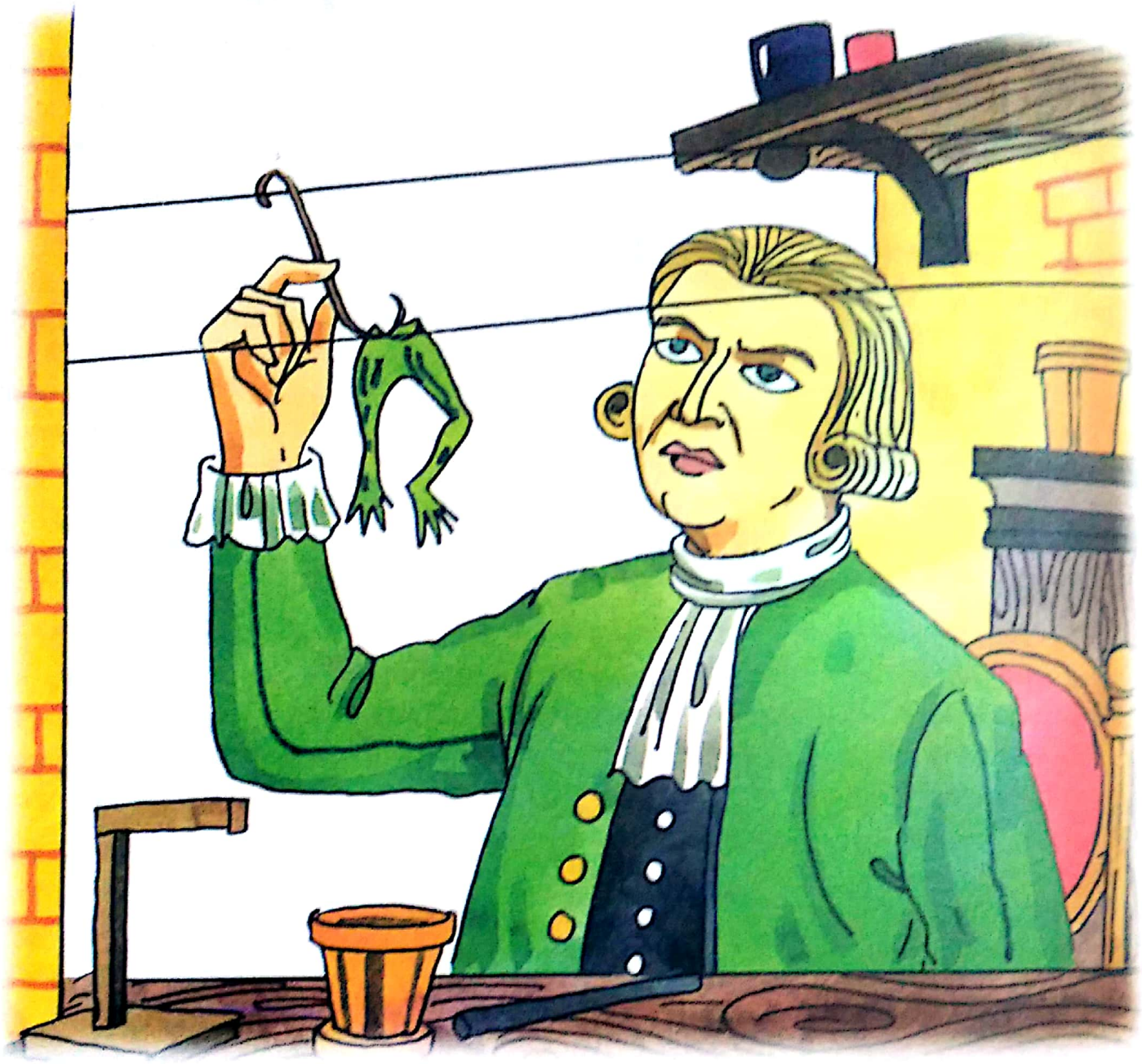

অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনধারাকে একেবারে বদলে দেয়, এমন অনেক কাহিনি আমরা শুনেছি। পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মূলেও আছে অনেক দুর্ঘটনা।

ইতালির বলোনা শহরে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল লুইজি গ্যালভানি, তাঁর স্ত্রীর নাম লুসিয়া। লুসিয়া বেচারি রোগে ভুগত, তার জন্যে গ্যালভানি ব্যাঙের ঝোল নিজে রান্না করে দিতেন।

কোমর থেকে কাটা ব্যাঙের পা-দুটো একটা লোহার রড থেকে তামার হুকে ঝোলানো আছে। পা-দুটো এনে ফুটস্ত ঝোলে ফেলে দিতে হবে। গ্যালভানি কাঁটা দিয়ে ব্যাঙের পা-দুটো যেই আনতে

Scanned by CamScanner

গেছেন, অমনি দেখলেন যে ব্যাঙের একটি পা যেন চমকে উঠে সরে গেল। ব্যাঙের একটা ঠ্যাঙে ছুরি বা কাঁচি লাগালেই কাটা পা হঠাৎ সংকুচিত হচ্ছে।

গ্যালভানি তো আর সাধারণ মানুষ নন, তিনি একজন অধ্যাপক। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি সদ্যোমৃত একটি ব্যাঙের ছাল ছাড়িয়ে পা-দুটি কোমর থেকে কেটে নিয়ে লবণজলে ডুবিয়ে লোহার রড থেকে তামার তারে গেঁথে ঝুলিয়ে দিলেন। পা-দুটো এমনভাবে ঝোলালেন যাতে সামান্য হাওয়াতেই সে-দুটি দোলে এবং পাশের লোহার রডে ধাক্কা খায়। অবাক কাণ্ড। পা-দুটি যতবারই লোহার রডে ধাক্কা খায়, ততবার পা-দুটি যেন চমকে কুঁচকে উঠে। ব্যাপারটা তখনকার লোকেরা ভৌতিক বলে মনে করেছিল কিনা জানি না, তবে এখন জানা আছে যে, ব্যাঙের পেশির আর্দ্রতা ও ধাতুর ছোঁয়া লেগে প্রতিক্রিয়া হওয়ার ফলে তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছিল। গ্যালভানি যখন ব্যাঙের পা নিয়ে নানা পরীক্ষা করছিলেন, তখন শহরের লোক তাঁকে ঠাট্টা করে বলত, ব্যাং-নাচানো প্রফেসর। কিন্তু গ্যালভানির এই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ইতালির আর এক অধ্যাপক ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি করলেন। তাঁর নাম ভোল্টা।

এইবার আর একটি দুর্ঘটনার কথা বলছি, যার ফলে ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ বিঘে নীল চাষ উঠে যায়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে রঙের জন্য নীলের চাষ করা হত। ষাট বছর আগেও প্রায় ২৭ লক্ষ একর জমিতে নীল চাষ করে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার নীল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জার্মানি কৃত্রিম নীল তৈরি করে ফেলল, যা দামেও সস্তা, রং পাকা এবং ভালো, ঝামেলাও কম। এই নীল ভারতবর্ষে আমদানি হওয়ার ফলে নীল চাষ উঠে গেল, সেই সঙ্গে অবশ্য নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল।

দেড়শো বছর আগে, ১৮৬৫ সাল, গুড ফ্রাইডের ছুটি। লন্ডনে ছোটো একটি ল্যাবরেটরিতে আঠারো বছরের একটি ছেলে কৃত্রিম কুইনিন তৈরি করার চেষ্টা করছিল। চিটচিটে কালো আলকাতরার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। এই ছেলেটির ধারণা ছিল যে, আলকাতরার ভেতর থেকে ওইসব লুকোনো জিনিসগুলি বার করে সে কুইনিন তৈরি করবে।

আলকাতরা থেকেই তৈরি একটা জিনিসের দানা টেস্ট টিউবের নীচে একদিন পড়েছিল। সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য ছেলেটি যেই খানিকটা অ্যালকোহল ঢেলেছে, অমনি চমৎকার বেগুনি রঙে টেস্ট টিউবটি ভরে উঠল। আলকাতরা থেকে এই প্রথম রং পাওয়া গেল। ছেলেটি সেই রঙের নাম দিল অ্যানিলিন মভ। ছেলেটির নাম উইলিয়াম হেনরি পার্কিন। তারপর আলকাতরা থেকে বহু রকম রং ও অনেক উপকারী ওষুধ তৈরি করা গেছে।

চার্লস গুডইয়ারের নাম আজকাল সকলে জানেন। অন্তত তাঁর নামানুসারে একটি টায়ার বাজারে বিক্রয় হয়।

যখন প্রথম রাবার আবিষ্কার হয়, তখন কিন্তু সে রাবার আজকের রাবারের মতো ছিল না। ঠান্ডায় কেটে যেত, গরমে গলে যেত, আর রাবার দিয়ে সহজে কোনো কাজ করা যেত না।

Scanned by CamScanner

গুডইয়ার রাবার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে রাবারকে মজবুত করা যায় কিনা। পরীক্ষা করবার সময় একদিন গন্ধক মেশানো খানিকটা রাবার আগুনে পড়ে গেল, আর গুডইয়ার যা চাইছিলেন হঠাৎ তাই পেয়ে গেলেন। রাবারকে দিয়ে কাজ করবার নতুন একটা উপায় পাওয়া গেল। গুডইয়ার এই পদ্ধতির নাম দিলেন 'ভালকানাইজেশন'।

ব্লটিং কাগজ আমাদের অনেক কাজে লাগে এবং এটিও হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল। লেখবার কাগজ তৈরি করতে হলে আগে মণ্ড তৈরি করতে হয়, তারপর তাতে মাড় দিতে হয়। ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের এক কাগজ-কলে একদিন কোনো একজন কর্মী কাগজের মণ্ডে মাড় দিতে ভুলে গেল, ফলে ওই কাগজের ওপর লেখা অসম্ভব হল, লিখলেই লেখা চুপসে যায়, সেই কাগজ-কলের মালিকের মাথায় হঠাৎ খেয়াল হল যে, এই কাগজের উপর লিখলে লেখা যখন চুপসে যাচ্ছে, তখন সদ্য-কাঁচা লেখার কালিও এই কাগজ শুষে নেবে। তিনি তখনই দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কাগজের উপর লিখে সেই নতুন কাগজ দিয়ে চেপে ধরলেন, লেখা সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। তিনি কাগজের নাম দিলেন 'ব্লটিং পেপার'।

আজকাল তো ইউরেনিয়ামের নাম হামেশাই শোনা যায়। ইউরেনিয়াম থেকে যে অদৃশ্য রশ্মি বেরোয় তাও জানা গিয়েছিল দৈবক্রমে।

বেকেরাল নামে এক বিজ্ঞানী প্যারিসে অধ্যাপনা করতেন আর ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণা করতেন। একদিন তিনি কতকগুলো ফটোগ্রাফের প্লেট কালো কাগজে মুড়ে দেরাজে তুলে রাখলেন। সেই প্লেটগুলির ওপরে ছিল একখণ্ড ইউরেনিয়াম।

প্লেটগুলি রেখে তিনি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে সেই প্লেটের কথা মনে পড়ল। প্লেটগুলিতে কীসের যেন ছবি তুলে রেখেছিলেন, কিন্তু ছবি ফোটানো হয়নি। কিন্তু ছবি ফুটিয়ে দেখা গেল যে প্লেটে একটা চাবির ছবি উঠেছে। এ তো ভৌতিক ব্যাপার, চাবির ছবি কোথা থেকে এল? চাবি অবশ্য প্লেটগুলির উপর ছিল, কিন্তু তার ছবি কী করে উঠল? অনেক পরীক্ষার পর জানা গেল যে, এজন্য ওই ইউরেনিয়াম খণ্ডটিই দায়ী।

জানা গেল যে ইউরেনিয়াম থেকে অদৃশ্য রশ্মি বোরোয় এবং তার জন্যেই ফটোগ্রাফের প্লেটে চাবির ছবি উঠেছে। এই ইউরেনিয়ামের জের টেনে মাদাম কুরি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম এবং রেডিয়ামের জের টেনে শেষ পর্যন্ত অ্যাটম বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাঠ-সহায়ক

লেখক পরিচিতি : ১৯১৮ সালে অমরেন্দ্রকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং অন্যত্র অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। জন-বিজ্ঞান কর্মসূচি ও বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টায় দীর্ঘদিন নিরত আছেন। ছোটোদের জন্য অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকের খুটিনাটি তথ্য লক্ষ করা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর প্রবন্ধগুলি খুব উপযোগী।

Scanned by CamScanner

গল্পের মূলভাব : খুব সামান্য ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে কীভাবে বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো আবিষ্কার হয়েছে তা এই প্রবন্ধে লেখক তুলে ধরেছেন। দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে নানা অদ্ভুত ঘটনা থেকে সূত্র পেয়ে বিজ্ঞানীরা এই ধরনের আবিষ্কারে সফল হয়েছেন। গ্যালভানির তড়িৎ আবিষ্কারের পথ ধরেই বিজ্ঞানী ভোল্টা ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি করেছিলেন। তেমনি কৃত্রিম নীল আবিষ্কার করতে গিয়ে উইলিয়াম হেনরি পার্কিন আলকাতরা থেকে বহু রং এবং উপকারী ওষুধ তৈরি করেছেন। চার্লস গুডইয়ারের রাবার আবিষ্কার, ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের কাগজ-কলে ব্লটিং পেপার আবিষ্কার, বেকেরালের ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা ইত্যাদি বহু আবিষ্কারের কথা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সব আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার অভিজ্ঞতা।

শব্দার্থ : ফুটন্ত—ফুটছে এমন। সংকুচিত—গুটিয়ে যাওয়া। সদ্যোমৃত—খুব অল্প সময় আগে মরেছে এমন। কুঁচকে—সংকুচিত হয়ে। আর্দ্রতা—ভিজে অবস্থা। প্রতিক্রিয়া—ক্রিয়ার বিপরীত। ঠাট্টা—তামাশা। কৃত্রিম—নকল। কুইনিন—জ্বরের ওষুধ। চিটচিটে—আঠালো। টেস্ট টিউব—পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত নল। মজবুত—টেকসই। মাড়—ফ্যান, আঠা জাতীয় তরল। হামেশা—সর্বদা। দেরাজ—টেবিল বা আলমারিতে লাগানো লম্বা খাপের মতো বাক্স।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ গ্যালভানি অধ্যাপনা করতেন ইতালির—
(ক) ফায়েঞ্জা শহরে (খ) বলোনা শহরে (গ) পিসা শহরে

১.২ গ্যালভানির স্ত্রীর নাম—
(ক) লুসিয়া (খ) গ্রেগরি (গ) পোর্সিয়া

১.৩ ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি করেন—
(ক) জেমস্ ওয়াট (খ) বেনজামিন (গ) ভোল্টা

১.৪ ষাট বছর আগে ২৭ লক্ষ একর জমিতে নীল পাওয়া গিয়েছিল—
(ক) ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার (খ) ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার (গ) ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার

১.৫ আলকাতরা থেরে রং তৈরি করেন—
(ক) উইলিয়াম হেনরি পার্কিন (খ) উইলিয়াম ডেমস্ বন্ড (গ) উইলিয়াম ওয়ালটার টমাস

১.৬ 'গুডইয়ার' নামে একটি জিনিস বাজারে এখনও বিক্রি হয়, জিনিসটি হল—
(ক) টায়ার (খ) জুতো (গ) ব্যাগ

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ছেলেটি সেই রঙের নাম দিল _____।

(খ) আলকাতরা থেকে এই প্রথম _____ পাওয়া গেল।

(গ) ব্যাং-নাচানো অধ্যাপক বলা হত _____-কে।

(ঘ) গুডইয়ার এই পদ্ধতির নাম দিলেন _____।

(ঙ) আজকাল তো _____ নাম হামেশাই শোনা যায়।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) গ্যালভানি পেশায় কী ছিলেন?

(খ) ভোল্টা কী জন্য বিখ্যাত?

Scanned by CamScanner

(গ) কোন্ বিজ্ঞানী কৃত্রিম কুইনিন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন?
(ঘ) কে ব্লটিং পেপার আবিষ্কার করেন?
(ঙ) কে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন?
(চ) কোন্ পদার্থ থেকে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়?
(ছ) আলকাতরা থেকে কে প্রথম রং উৎপাদন করেন?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) মরা ব্যাং নিয়ে গ্যালভানি কীভাবে তড়িৎ আবিষ্কার করেন?
(খ) উইলিয়াম হেনরি পার্কিন কেন বিখ্যাত হয়ে আছেন?
(গ) 'এ তো ভৌতিক ব্যাপার।'—ভৌতিক ব্যাপারটি কী?
(ঘ) 'এজন্য ওই ইউরেনিয়াম খণ্ডটিই দায়ী।'—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি?
(ঙ) কীভাবে ভারতে নীলচাষ বন্ধ হয়েছিল?
(চ) গুডইয়ার কীজন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'হঠাৎ আবিষ্কার' প্রবন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের যেসব আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) 'পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মূলেও আছে অনেক দুর্ঘটনা।'—লেখককে অনুসরণ করে দুর্ঘটনাগুলির বর্ণনা দাও।
(গ) 'চার্লস গুডইয়ারের নাম আজকাল সকলে জানেন।'—চার্লস গুডইয়ার কে? তার আবিষ্কারের কাহিনিটি বর্ণনা করো।
(ঘ) 'এ তো ভৌতিক ব্যাপার, চাবির ছবি কোথা থেকে এল?'—ভৌতিক ব্যাপারটি কী? এই ঘটনা থেকে কী আবিষ্কার হয়েছিল?
(ঙ) ব্লটিং কাগজ কী কাজে লাগে? এই কাগজ আবিষ্কারের চমকপ্রদ ঘটনাটি বর্ণনা করো।

৬. অর্থ লেখো : ফুটন্ত, আর্দ্রতা, ভৌতিক, নাড়, দৈবক্রমে।

৭. বাক্য রচনা করো : চমৎকার, অধ্যাপনা, অদৃশ্য, প্রতিক্রিয়া।

৮. পদান্তর করো এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে দেখাও : কৃত্রিম, নীল, ভৌতিক, মজবুত, কাগজ।

৯. সন্ধি বিচ্ছেদ করো : পরীক্ষা, আবিষ্কার, দুর্ঘটনা, সদ্যোমৃত।

১০. বিপরীত শব্দ লেখো : কৃত্রিম, সংকুচিত, আনদানি, উপকারী।

১১. 'পাকা' শব্দটিকে দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

১২. উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে লেখো :

(ক) লুসিয়া বেচারি রোগে ভুগত।
(খ) গ্যালভানি তো সাধারণ মানুষ নন।
(গ) জার্মানি কৃত্রিম নীল তৈরি করে ফেলল।
(ঘ) নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল।
(ঙ) তিনি কাগজের নাম দিলেন ব্লটিং পেপার।

Scanned by CamScanner

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি।) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন:
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে ভুলি, কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

Scanned by CamScanner

পাঠ-সহায়ক

কবি পরিচিতি : মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান : যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। পিতা : রাজনারায়ণ দত্ত। সাত বছর বয়সে কলকাতায় এসে নয় বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেন। ১৯ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ যান এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে সাংবাদিক ও কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ে 'The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' নামে ইংরেজিতে দুটি কাব্য রচনা করেন। ১৮৬৫ সালে কলকাতায় এসে কিছুদিন কেরানি, দ্বিভাষিক ও পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলায় লিখতে শুরু করেন। প্রথমে অনেকগুলি নাটক লেখেন : 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি। 'পদ্মাবতী' নাটকে তিনি প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেন। এরপর কাব্য রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং একে একে রচনা করেন 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। এরপর বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হন এবং ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে যান। ইউরোপে থাকার সময়ে ইংরেজি সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় রচনা করেন 'চতুর্দশপদী কবিতা'। কলকাতায় এসে হাইকোর্টে আইনব্যাবসা শুরু করে ভালো অর্থোপার্জন করলেও অমিতব্যয়িতার জন্য আর্থিক কষ্টে পড়েন। শেষ পর্যন্ত কপর্দকহীন অবস্থায় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন কলকাতায় জেনারেল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।

কবিতার মূলভাব : ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে বিখ্যাত হওয়ার বাসনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত একসময় বাংলা ভাষাকে অবহেলা করেছিলেন। দীর্ঘসময় পর দেখা যায় কবির প্রতিষ্ঠালাভের পথ প্রায় রুদ্ধ। তখন তিনি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করেন। নিজের ভুল স্বীকার করে বলেন যে, তিনি এতদিন বিফল তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। যা বরণীয় নয়, তাকেই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার ভাণ্ডার যে কত মণিমুক্তায় পূর্ণ তা তিনি নিজের ভুলের জন্য বুঝতে পারেন নি। কবিতার মধ্যে কবির অনুতাপ ব্যঞ্জক আত্মসমালোচনার পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রশস্তি ধরা পড়েছে।

শব্দার্থ : ভাণ্ডারে—ঘরে, ভাঁড়ারে। বিবিধ—নানা প্রকার। রতন—রত্ন। অবোধ—নির্বোধ। মত্ত—মাতোয়ারা। আচরি—আচরণ করি। পরিহরি—পরিত্যাগ করে। মজিনু—মগ্ন হলাম। বিফল—ফলহীন। তপে—তপস্যায়। অবরেণ্যে—যা বরণীয় নয়, এমন জিনিসকে। কেলিনু—ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হলাম। শৈবাল—শ্যাওলা। কমলকানন—পদ্মবন। মাতৃকোষে—মায়ের কোষাগারে। মণিজালে—মণিমুক্তার সমাহারে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ 'অবহেলা করি'—কবি অবহেলা করেন—
(ক) বঙ্গের প্রকৃতিকে (খ) বঙ্গভাণ্ডারের নানা রত্নকে (গ) বঙ্গভাণ্ডারের টাকা-পয়সাকে

১.২ কবি পরদেশে ভ্রমণ করেছিলেন—
(ক) পরধন লোভে মত্ত হয়ে (খ) পরদেশ দেখার জন্য (গ) পরদেশকে আপন করার জন্য

১.৩ বিদেশে কবি কাটিয়েছিলেন—(ক) পরম সুখে (খ) পরম আনন্দে (গ) পরম দুঃখে

১.৪ কবি মজেছিলেন—(ক) সফল তপে (খ) বিফল তপে (গ) নিষ্ফল তপে

১.৫ কমল-কানন ভুলে কবি কৌতুক ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিলেন—
(ক) শ্যাওলার মাঝে (খ) পাঁকে (গ) মলিন জলাশয়ে

১.৬ কবিকে স্বপ্নে সতর্ক করেছিলেন—(ক) কুললক্ষ্মী (খ) সরস্বতী (গ) দুর্গা

১.৭ কবির মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ—(ক) সোনায় (খ) হীরা মাণিক্যে (গ) মণিজালে

Scanned by CamScanner

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

স্বপ্নে তব _____ কয়ে দিলা পরে—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে _____ রাজি,
এ _____ দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি _____ তুই, যারে ফিরে _____।'
পালিলাম _____ সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ _____, পূর্ণ _____।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

(ক) বঙ্গভাষা কবিতাটি কার লেখা?
(খ) মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোথায় ছিল?
(গ) মধুসূদন দত্ত বিদেশে গিয়েছিলেন কেন?
(ঘ) কবি কী অবহেলা করেছিলেন?
(ঙ) কুললক্ষ্মী কবিকে কোথায় ফিরে যেতে বলেছিলেন?
(চ) বিদেশে তিনি কীভাবে কাটিয়েছিলেন?
(ছ) কবি কীসে মজেছিলেন?
(জ) 'পাইলাম কালে।'—কবি কী পেলেন?

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) 'অবোধ আমি'—কবি নিজেকে অবোধ বলেছেন কেন?
(খ) 'ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।'—কবি কাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলেছেন?
(গ) 'মজিনু বিফল তপে'—কবি কাকে 'বিফল তপ' বলেছেন এবং কেন?
(ঘ) 'অবরেণ্যে বরি'—কবির কাছে 'অবরেণ্যে' কী এবং কেন?
(ঙ) স্বপ্নে কুললক্ষ্মী কবিকে কী বলেছিলেন?
(চ) 'পালিলাম আজ্ঞা সুখে।'—কবি কী আজ্ঞা পালন করেছিলেন?

৫. **দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) 'বঙ্গভাষা' কবিতার সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির যে আত্মসমীক্ষা বর্ণিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।
(গ) 'বঙ্গভাষা' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি কবির যে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।
(ঘ) 'অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপিকায় মন:'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লেখো।
(ঙ) 'এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি।'—কার, কেন ভিখারি দশা হয়েছিল? কীভাবে তিনি সেই দশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন?

৬. **অর্থ লেখো :** মত্ত, বিফল, অনাহারে, কুক্ষণে, শৈবাল।

৭. **বাক্য রচনা করো :** অবহেলা, অনিদ্রা, অজ্ঞান, মণিজাল, অবরেণ্যে।

৮. **গদ্যরূপ লেখো :** তব, করিনু, কাটাইনু, আচরি, মজিনু।

৯. কবিতার 'রাজি' শব্দটি যোগে চারটি বহুবচনের শব্দ তৈরি করো।

১০. **সমার্থক শব্দ লেখো** (প্রতিটি দুটি করে) : কমল, মাতৃ, বিফল।

১১. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

(ক) **ভাণ্ডারে** তব বিবিধ রতন।
(খ) মজিনু বিফল **তপে**।
(গ) যারে ফিরে **ঘরে**।
(ঘ) পূর্ণ **মণিজালে**।
(ঙ) পালিলাম **আজ্ঞা** সুখে।

১২. **'রত্ন' শব্দের কবিতার রূপ 'রতন'। এই উদাহরণকে অনুসরণ করে নীচের শব্দগুলিকে কবিতার রূপ দাও :**
যত্ন, বর্ণ, পূর্ণ, কর্ম, ধর্ম।

Scanned by CamScanner

দারোগাবাবু এবং হাবু

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

থানায় গিয়ে সেদিন ভোরে
বললে কেঁদেই হাবু,
নালিশ আমার মন দিয়ে খুব
শুনুন বড়োবাবু।

চার চারজন ভাই আমরা
একটা ঘরেই থাকি,
দুঃখে আমি সারা দিন-রাত
ভগবানকেই ডাকি।

বড়দা ঘরেই সাতটা বেড়াল
পোষেন ছোটো বড়ো,
মেজদা পোষেন আটটা কুকুর
যতই বারণ করো।

সেজদা পাগল, দশটা ছাগল
রাখেন ঘরেই বেঁধে,
গন্ধে তাদের প্রাণ যায় যায়
মরছি কেঁদে কেঁদে।

দারোগাবাবু বললে, হাবু
তোমরা কি সব ভুলো,
সদাই খুলে রাখবে ঘরের
জানলা দরজাগুলো।

শুনেই হাবু বেজায় কাবু
বললে করুণ সুরে,
দেড়শো পোষা পায়রা আমার
যাবেই যে সব উড়ে।

Scanned by CamScanner

পাঠ-সহায়ক

কবি পরিচিতি : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১৯৫৩ সালে হাওড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোটোদের ছড়া-কবিতার জগতে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। বিচিত্রধর্মী ছড়া রচনায় তিনি এই সময়ের সর্বজনপ্রিয় কবি। সুকুমার রায়ের পরে হাসির ছড়া রচনায় তাঁর সমকক্ষ খুব কম কবিই আছেন। তাঁর ছড়ার বইগুলি হল—'মজার ছড়া', 'নাম তাঁর সুকুমার', 'মিটে কড়া খেলার ছড়া', 'মিঠে কড়া ভূতের ছড়া', 'মিঠে কড়া পশুর ছড়া' ইত্যাদি। তাঁর লেখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'সুকুমার রায় শতবার্ষিকী পুরস্কার' লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁকে দিয়েছেন অভিজ্ঞান স্মারক। এখনও তিনি সমানভাবে লিখে চলেছেন।

কবিতার মূলভাব : কবিতাটি কৌতুকরসে পূর্ণ। হাবু দারোগাবাবুর কাছে নালিশ জানাতে গিয়েছে তার দাদাদের বিরুদ্ধে। তার বড়দা ছোটো-বড়ো মিলিয়ে সাতটা বিড়াল পোষেন। মেজদার আছে আটটা কুকুর। আর সেজদা পুষেছেন দশটা ছাগল। এদের গন্ধে হাবুর ঘরে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা শুনে দারোগাবাবু হাবুকে উপদেশ দেয় ঘরের সব দরজা-জানলা খুলে রাখতে। তাহলে যাবতীয় গন্ধ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু হাবু জানায় সে দেড়শো পায়রা পুষেছে। জানালা-দরজা খুলে রাখলে তারা যে উড়ে পালাবে। সমগ্র কবিতায় এই মজার ঘটনাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ : নালিশ—অভিযোগ। বড়োবাবু—থানার দারোগাবাবু। বারণ—নিষেধ। গন্ধে—এখানে দুর্গন্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত। ভুলো—যে সব কিছু ভুলে যায়। কাবু—জখম। করুণসুরে—কাতর স্বরে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ 'দারোগাবাবু এবং হাবু' কবিতাটি লিখেছেন—
(ক) ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ভবানীপ্রসাদ সাউ (গ) ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

১.২ থানায় নালিশ জানাতে গিয়েছিল—(ক) দামু (খ) হাবু (গ) রামু

১.৩ হাবু সারা দিন-রাত ভগবানকে ডাকে—(ক) ঝামেলায় (খ) দুঃখে (গ) যন্ত্রণায়

১.৪ হাবুর বড়দা বিড়াল পুষেছেন—(ক) আটটা (খ) দশটা (গ) সাতটা

১.৫ ঘরে দশটা ছাগল বেঁধে রাখেন হাবুর—(ক) সেজদা (খ) মেজদা (গ) বড়দা

২. বামদিকের সঙ্গে ডানদিকের মিল করো :

বামদিক	ডানদিক
(ক) শুনেই হাবু বেজায় কাবু	জানলা দরজাগুলো।
(খ) দুঃখে আমি সারা দিন-রাত	মরছি কেঁদে কেঁদে।
(গ) সদাই খুলে রাখবে ঘরের	ভগবানকেই ডাকি।
(ঘ) গন্ধে তাদের প্রাণ যায় যায়	বললে করুণ সুরে।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) হাবু কোথায় নালিশ জানাতে গিয়েছিল?

(খ) বড়দার বিরুদ্ধে হাবুর কী নালিশ ছিল?

(গ) হাবু কেন দিন-রাত ভগবানকে ডাকে?

Scanned by CamScanner

(ঘ) দারোগাবাবু কাকে 'ভুলো' বলেছেন?
(ঙ) কে ঘরের মধ্যে ছাগল বেঁধে রাখেন?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :
(ক) হাবু কাদের বিরুদ্ধে থানায় কীসের নালিশ জানাতে গিয়েছিল?
(খ) বাড়িতে হাবুর প্রাণ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল কেন?
(গ) দারোগাবাবু হাবুকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
(ঘ) দারোগাবাবুর কথায় হাবু কাবু হয়েছিল কেন?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :
(ক) 'দারোগাবাবু এবং হাবু' কবিতায় নির্মল হাস্যরসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) দারোগাবাবুর কাছে নালিশ জানাতে গিয়ে হাবু নিজেই কীভাবে জব্দ হয়েছিল? এতে তার বুদ্ধির কী পরিচয় পাও?
(গ) কবিতার কোন্ অংশটি তোমার কাছে বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৬. বাক্য রচনা করো : কাবু, নালিশ, বারণ, করুণ, ভুলো।

৭. পদান্তর করো : মন, ভুলো, করুণ, দিন।

৮. শব্দদুটিকে দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো : ছোটো, বড়ো।

৯. শূন্যঘরগুলিতে বর্ণ বসিয়ে নির্দেশমতো শব্দ তৈরি করো :

	না		১. _____
	লি		২. _____
	শ		৩. _____

নির্দেশিকা : ১. প্রত্যেক ঘরে এটা থাকে। ২. এঁরা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।
৩. কারো মঙ্গল কামনায় মানুষ এই শব্দটি ব্যবহার করে।

১০. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :
(ক) একটা ঘরেই থাকি।
(খ) দুঃখে আমি সারা দিন-রাত ভগবানকেই ডাকি।
(গ) বললে করুণ সুরে।
(ঘ) থানায় গিয়ে সেদিন ভোরে বললে কেঁদেই হাবু।

১১. ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :
(ক) মরছি কেঁদে কেঁদে।
(খ) যাবেই যে সব উড়ে।
(গ) ভগবানকেই ডাকি।
(ঘ) রাখেন ঘরেই বেঁধে।

১২. 'দিন-রাত' শব্দযুগলের মতো তুমি আরও চারটি বিপরীতার্থক শব্দযুগল তৈরি করো এবং তাদের দ্বারা বাক্য রচনা করো।

Scanned by CamScanner

জীবনের হিসাব

সুকুমার রায়

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে,
মাঝিরে কন, 'বলতে পারিস, সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?'
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, 'সারা জনম মরলি রে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি-আনাই মাটি।'

খানিক বাদে কহেন বাবু, 'বল তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা ক্যামনে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল তো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?'
মাঝি সে কয়, 'আরে মশায় অত কী আর জানি?'
বাবু বলেন, 'এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাত খেলো, অষ্ট-আনাই ফাঁকি।'

Scanned by CamScanner

আবার ভেবে কহেন বাবু, 'বল তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চুড়ো?
বল তো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?'
বৃদ্ধ বলে, 'আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?'
বাবু বলেন, 'বলব কী আর, বলব তোরে কী তা—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।'

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, 'এ কী আপদ। ওরে ওভাই মাঝি,
ডুববে নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধোয়, 'সাঁতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?'
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো-আনাই মিছে!'

পাঠ-সহায়ক

কবি পরিচিতি : ছড়ার রাজা সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতায়। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। খেয়াল রসের স্রষ্টা সুকুমার রায় অল্প বয়স থেকেই মুখে মুখে মজার ছড়া বানানো আর ছবি আঁকার কাজে দক্ষ ছিলেন। সিটি কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি 'ননসেন্স ক্লাব' তৈরি করেন। এই ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। উচ্চ শিক্ষার জন্য সুকুমার বিলেত যাত্রা করেন। অভিনয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ চিত্রশিল্পী রূপে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন। একসময় তিনি বিলাতের Royal Photographic Society'র ফেলো নির্বাচিত হন। গল্প, নাটক, কবিতা—এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—'আবোল-তাবোল', 'খাই খাই'; নাটক—'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি' প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত গল্পের বই—'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী'। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

কবিতার মূলভাব : শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকেই অনেকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। আর যারা এই ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে মনে করেন। অন্য মানুষেরা তাঁদের কাছে তুচ্ছ। আলোচ্যমান কবিতায় বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই মাঝিকে এইরকম মনে করে বলেছেন তার জীবনটাই বৃথা। কারণ সে সূর্য কেন ওঠে, কেন জোয়ার-ভাটা হয়—এসব প্রশ্নের উত্তর বলতে পারে না। বৃদ্ধ মাঝি বাবুমশাইয়ের প্রশ্ন শুনে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় ঝড় উঠলে নৌকা টলমল করতে থাকে। মাঝি তখন বাবুমশাইকে জিজ্ঞাসা করে তিনি সাঁতার জানেন কিনা। বাবুমশাই বলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। মাঝি তখন বলেন যে, তাহলে তাঁর জীবন ষোলো-আনাই বৃথা। পাণ্ডিত্যের অহংকারকে উচিত শিক্ষা দিতেই কবি কবিতার মধ্যে এই গল্পের অবতারণা করেছেন।

শব্দার্থ : **বিদ্যেবোঝাই**—বিদ্যার দ্বারা ভরতি এমন। **শখের বোটে**—পছন্দের নৌকায়। **জোয়ার**—সাগরে বা নদীর জলস্ফীতিকে জোয়ার বলে। **চারি-আনা**—সিকি পরিমান, ১/৪ অংশ। **লবণপোরা**—লবণাক্ত। **পানি**—জল।

Scanned by CamScanner

নেহাত—একেবারে। খেলো—তুচ্ছ, মূল্যহীন। অষ্ট-আনা—আট-আনা, অর্ধাংশ। গ্রহণ—পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের বি
অবস্থানের জন্য যখন চাঁদকে বা সূর্যকে ক্ষনিকের জন্য দেখা যায় না, তখন বলা হয় গ্রহণ লেগেছে। বারো-আ
পঁচাত্তর ভাগ বা ৩/৪ অংশ। মূখ—বোকা। ষোলো-আনা—সম্পূর্ণ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ **'জীবনের হিসাব'** কবিতাটির কবি হলেন—
(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য (খ) সুকুমার রায় (গ) কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১.২ কবিতায় বর্ণিত বাবুমশাই—
(ক) শান্ত (খ) বুদ্ধিমান (গ) অহংকারী

১.৩ বাবুমশাইয়ের প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধমাঝি—
(ক) হাঁ করে তাকিয়ে থাকে (খ) ফ্যালফেলিয়ে হাসে (গ) হতভম্ব হয়ে যায়

১.৪ নদীর ধারা নেমে আসে—
(ক) পাহাড় থেকে (খ) আকাশ থেকে (গ) মাটির গভীর থেকে

১.৫ সাগরের জল—
(ক) তেতো (খ) টক (গ) লবণাক্ত

১.৬ বাবুমশাইয়ের জীবন ষোলো আনাই মিছে প্রমাণিত হয়েছিল—
(ক) ঢেউ উঠলে (খ) নৌকা ডুবলে (গ) ঝড় উঠলে

২. পরের পঙ্‌ক্তিটি লেখো :

(ক) চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?

_____।

(খ) বলতো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?

_____।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) সুকুমার রায়ের বাবার নাম কী?
(খ) সুকুমার রায়ের দুটি বইয়ের নাম লেখো।
(গ) বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই কীসে চড়েছিলেন?
(ঘ) বাবুমশাইয়ের প্রশ্ন শুনে মাঝি কী করছিল?
(ঙ) 'আরে মশাই অত কী আর জানি?'—বক্তা কী না জানার কথা বলেছে?
(চ) 'বাবু দেখেন'—কী দেখেন?
(ছ) 'মশাই, এখন কেন কাবু?'—উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কীজন্য কাবু হয়েছিল?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) 'সারা জনম মরলি রে তুই খাটি।'—কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এই উক্তি করেছেন?
(খ) 'জীবনটা তোর নেহাত খেলো।'—কার জীবনকে কেন খেলো বলা হয়েছে?
(গ) 'দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।'—কী কারণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনকে বারো-আনাই বৃ
বলা হয়েছে?

Scanned by CamScanner

(ঘ) 'নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।'—কী কারণে নৌকা ডোবার উপক্রম হয়েছিল? এরপর কী ঘটনা ঘটেছিল?

(ঙ) 'আবার ভেবে কহেন বাবু।'—বাবু কী বলেন?

দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'জীবনের হিসাব' কবিতার সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখো।

(খ) বাবুমশাইয়ের জীবনকে কোলো-আনাই মিছে বলা হয়েছে কেন?

(গ) এই কবিতায় বাবুমশাইকে 'বিদ্যেবোঝাই' বলা হয়েছে কেন? কীভাবে তাঁর অহংকার চূর্ণ হল লেখো।

(ঘ) কবিতার বাবুমশাইয়ের চরিত্রটি তোমার কেমন লাগল লেখো।

(ঙ) কবিতার মাঝি চরিত্রটি তোমার কেমন লেগেছে লেখো।

(চ) বাবুমশাই ও মাঝির মধ্যে কাকে তোমার ভালো বলে মনে হয় এবং কেন?

৬. **বাক্য রচনা করো :** কালকেলিতে, সাগরভরা, কাঁকি, বৃথা, খেলো।

৭. **পদান্তর করো :** জ্ঞান, জীবন, লজ্জা, নীল, ঝড়।

৮. **বিপরীত শব্দ লেখো :** জোয়ার, বৃথা, মূর্খ, মিছে।

৯. 'মাটি' শব্দটিকে দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো।

১০. **প্রতিশব্দ লেখো** (চারটি করে) : সূর্য, চাঁদ, নদী, সাগর, পানি।

১১. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

(ক) নদীর ধারা কাননে আসে পাহাড় হতে নেবে।

(খ) নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।

(গ) জোয়ার কেন আসে?

(ঘ) ঢেউ উঠেছে ফুলে।

১২. 'জীবনখানা' শব্দের 'খানা' যোগ করে আরও চারটি একবচনের শব্দ তৈরি করো।

Scanned by CamScanner